मन की बात 100

MANN KI BAAT 100

মন কি বাত

(মনের কথা) পর্ব ১

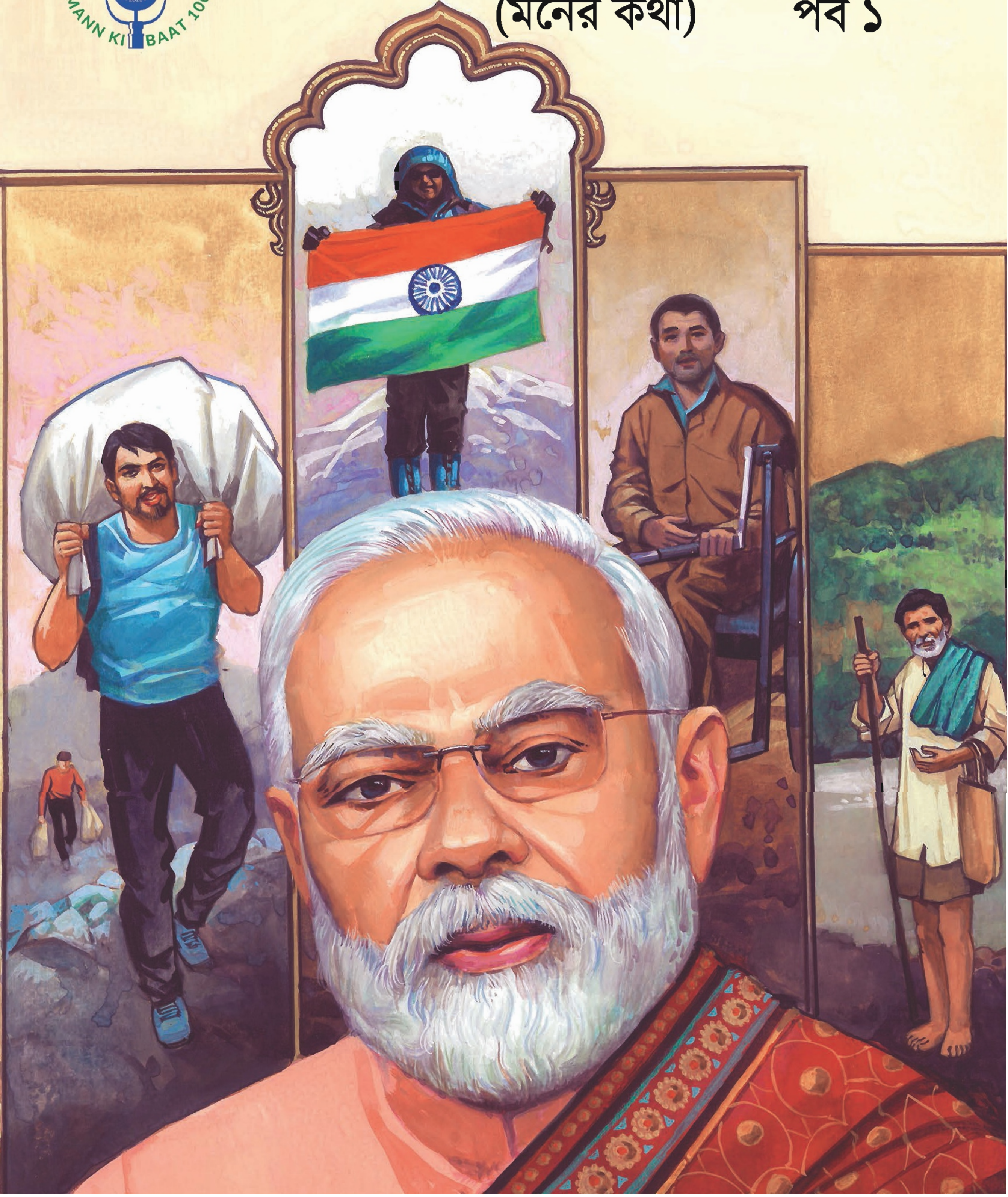

মন কি বাত

(মনের কথা) পর্ব ১

প্রকাশক
অমর চিত্র কথা প্রাঃ লিঃ

প্রথম সংস্করণ

ISBN: 978-81-19242-23-8

©Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, May 2023
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

মন কি বাত

(মনের কথা)

পর্ব ১

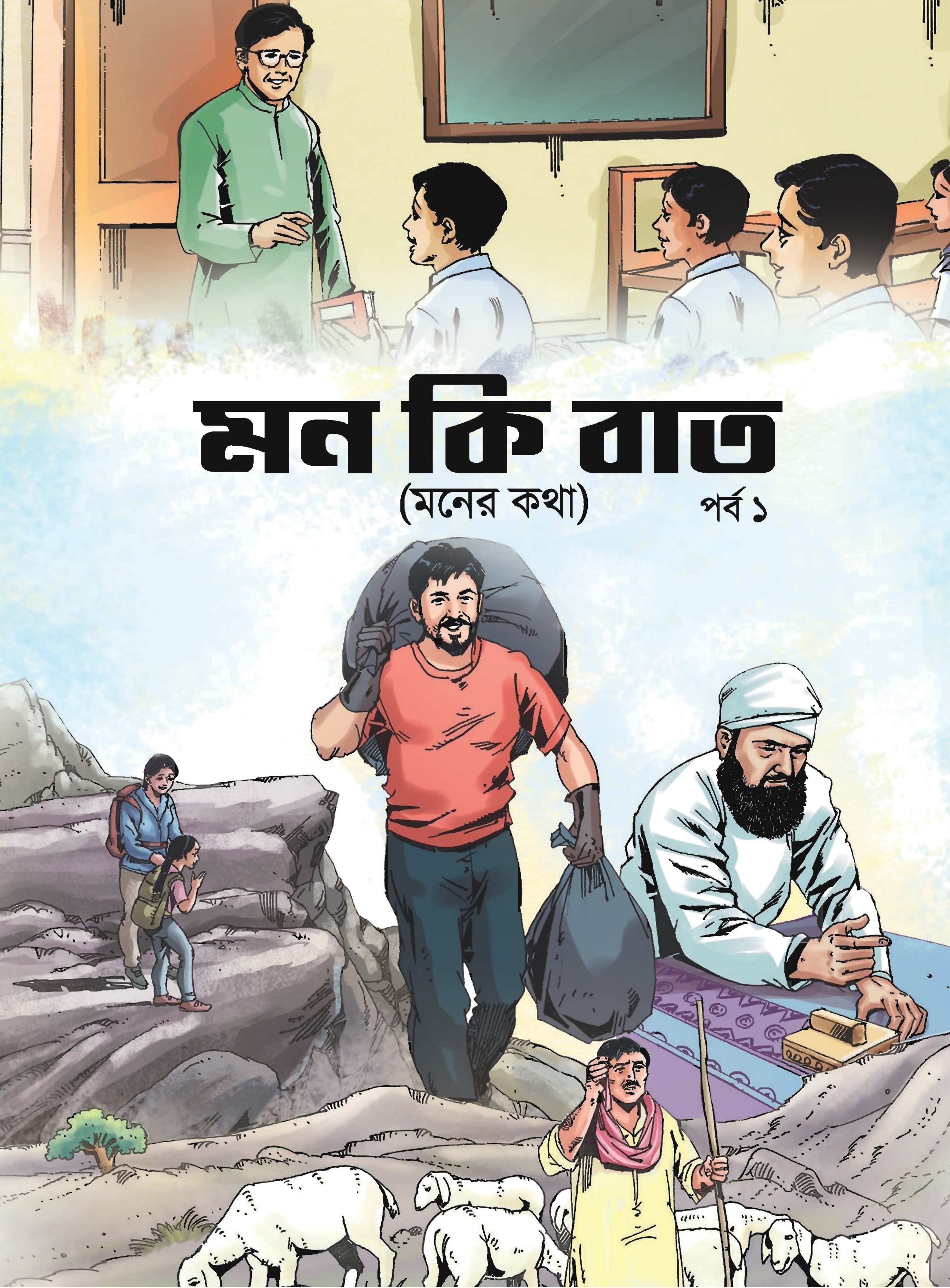

ঐতিহ্যকে জানার মাধ্যম

এদেশের অনেক মানুষই যখন তাঁদের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলির দিকে ফিরে তাকান, তাঁদের মনে পড়ে যায় অমর চিত্র কথা-র বইগুলির কথা। ফেলে আসা সেইসব দিনগুলিতে এই ছবির বইগুলি আমাদের মনে এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই ACK বা অমর চিত্র কথা-ই প্রথম আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়।

১৯৬৭ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত অমর চিত্র কথার ৫০০টিরও বেশি গল্পের সম্ভার রয়েছে। সারা বিশ্বে এই বই বিক্রির সংখ্যা ১০ কোটিরও বেশি।

এখন অমর চিত্র কথার বইগুলি সারা ভারতে ১০০০টিরও বেশি বইয়ের দোকানে সহজেই পাওয়া যায়। আপনার কাছাকাছির বইয়ের দোকান খুঁজে নিতে লগ অন করুন www.ack-media.com এ। আপনি যদি বইয়ের দোকানে না যেতে পারেন, তাহলে আমাদের অনলাইন স্টোর www.amarchitrakatha.com এর মাধ্যমেও এই সমস্ত বই কিনতে পারেন। আমরা সারা বিশ্বে যে-কোনো জায়গায় বই সরবরাহ করে থাকি।

আমাদের বইয়ের রত্নভাণ্ডার থেকে আপনার পছন্দের বইটি বেছে নেওয়ার সুবিধার্থে, বইগুলিকে এখন ছয়টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে-

মহাকাব্য ও পুরাণ
মহাকাব্য এবং পুরাণ থেকে সংগৃহীত কাহিনি

ভারতীয় সর্বোত্তম সাহিত্য
ভারতীয় মনোরম সাহিত্যের সম্ভার

নীতিকথা ও হাস্যরসের কাহিনি
চিরকালের লোকগাথা, রূপকথা এবং জ্ঞান ও হাস্যরসের কাহিনি

বীরগাথা
ভারতের সাহসী নারী ও পুরুষের বীরত্বের কাহিনি

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব
চিন্তাবিদ, সমাজসংস্কারক ও দেশনায়কের অনুপ্রেরণামূলক জীবনী

সমসাময়ীক সাহিত্য
সমকালীন আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ দিলীপ কদম
নির্মাণঃ অমর চিত্র কথা

AMAR CHITRA KATHA PVT. LTD

© Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, April 2023
Facebook: The Amar Chitra Katha Studio | Instagram: @amarchitrakatha | Twitter: @ACKComics | YouTube: Amar Chitra Katha

Get access to Amar Chitra Katha's digital library on the **ACK Comics App**. Visit **digital.amarchitrakatha.com**

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**,
a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops.
Find out more at **www.acklearn.com** or write to us at **acklearn@ack-media.com**.

৩ অক্টোবর ২০১৪, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ভারতবাসীর কাছে বিশেষ কিছু উপস্থাপন করেছিলেন।

আমার প্রিয় ভারতবাসী। আজ, বিজয়দশমীর এই পূর্ণ তিথিতে আমি আমার কিছু চিন্তা-ভাবনা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। এবং আমি চাই এই কাজটি আমি আগামী দিনেও করে যাবো, প্রতি মাসে অন্তত পক্ষে একবার অথবা দুবার।

এখন, আপনাদের একটি গল্প বলি। এই গল্পটি স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়শই বলতেন।

একদিন, একটি সিংহী তার দুটি বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়েছিল। কিছুদূর যাবার পরেই সে একটি ভেড়ার পাল দেখতে পেলো। সিংহী শিকারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলো। একটি বাচ্চা, সিংহীর সঙ্গে সঙ্গে এগোতে লাগলো কিন্তু অন্যটি পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলো। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাটি একা একা জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একটি মা ভেড়ার কাছে এসে পড়লো। মা ভেড়াটি সেই সিংহ শাবকটিকে তার দুটি মেষশাবকের সঙ্গেই লালন-পালন করতে লাগলো। সিংহ শাবকটি, মেষশাবক দুটির সঙ্গে বড় হচ্ছিলো। সে নিজেকে একটি মেষশাবকই মনে করতে লাগলো। সে মেষশাবকের মতই আচরণ করতো, কথাও বলতো, ওদের মতো খাবারও খেতে থাকলো।

কিছু বছর পরে, যে বাচ্চাটি সিংহীর সঙ্গে চলে গিয়েছিলো, সে এখন পরিণত বয়সের সিংহ। হঠাৎ একদিন সিংহটি ভেড়াদের মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়া ভাইকে দেখতে পেলো। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। বুঝতে পারলো না একটি সিংহ কেনো ভেড়াদের মতো আচরণ করছে।

সিংহটি জিজ্ঞাসা করল- "তুমি কেনো ওদের মতো আচরণ করছো? তোমার কী হয়েছে? "

"আমি এদের সঙ্গে বড় হয়েছি। অন্য সিংহটি উত্তর দিলো। এরাই আমাকে বড় করেছে তাই আমার অভ্যাস, আচরণ সব কিছুই এদের মতো। "

"আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে দেখাছি আসলে তুমি কে।" প্রথম সিংহটি বললো।

সে তখন তার ভাই কে নিয়ে এলো একটি কুয়ার কাছে এবং সেই কুয়ার জলে তাদের প্রতিবিম্বটি দেখালো।

"দেখো, আমাকে আর তোমাকে একই রকম দেখতে, তাই না? তুমি সিংহ, ভেড়া নয়। "

যে সিংহটি এতোদিন নিজেকে ভেড়া ভেবে এসেছিল, সে এখন খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো। সে নিজেকে একটি সিংহ হিসেবে চিনতে পারলো। নতুন শক্তিতে আর সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে, নিজের মাথাটা ঝাঁকিয়ে একটি সত্যিকারের সিংহের মতো হুঙ্কার দিলো।

আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষ যদি নিজেদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবিষ্কার করতে পারে। তাহলে আমাদের দেশ প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

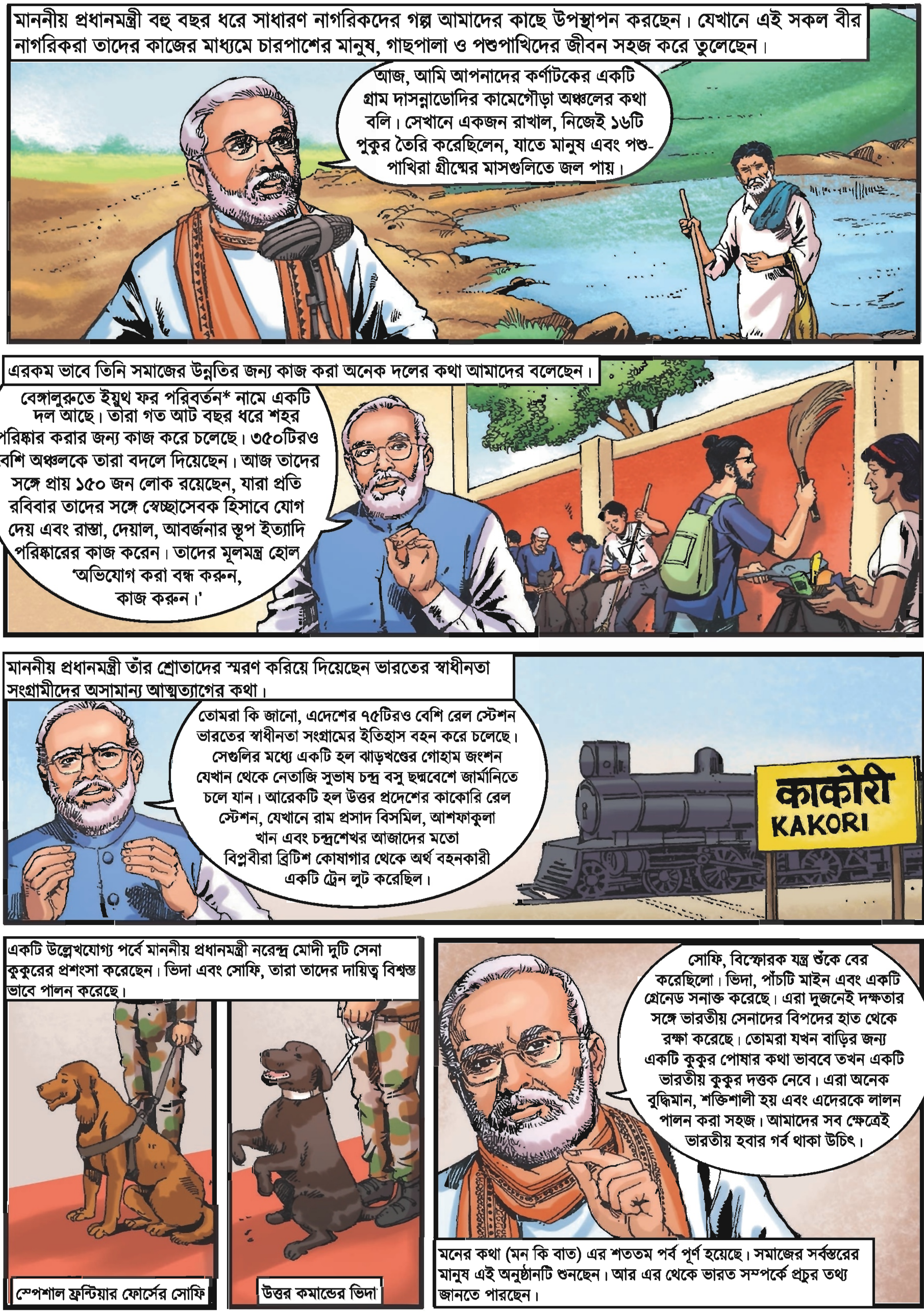

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহু বছর ধরে সাধারণ নাগরিকদের গল্প আমাদের কাছে উপস্থাপন করছেন। যেখানে এই সকল বীর নাগরিকরা তাদের কাজের মাধ্যমে চারপাশের মানুষ, গাছপালা ও পশুপাখিদের জীবন সহজ করে তুলেছেন।
আজ, আমি আপনাদের কর্ণাটকের একটি গ্রাম দাসন্নাডোদির কামেগৌড়া অঞ্চলের কথা বলি। সেখানে একজন রাখাল, নিজেই ১৬টি পুকুর তৈরি করেছিলেন, যাতে মানুষ এবং পশু-পাখিরা গ্রীষ্মের মাসগুলিতে জল পায়।
এরকম ভাবে তিনি সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করা অনেক দলের কথা আমাদের বলেছেন।
বেঙ্গালুরুতে ইয়ুথ ফর পরিবর্তন* নামে একটি দল আছে। তারা গত আট বছর ধরে শহর পরিষ্কার করার জন্য কাজ করে চলেছে। ৩৫০টিরও বেশি অঞ্চলকে তারা বদলে দিয়েছেন। আজ তাদের সঙ্গে প্রায় ১৫০ জন লোক রয়েছেন, যারা প্রতি রবিবার তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেয় এবং রাস্তা, দেয়াল, আবর্জনার স্তূপ ইত্যাদি পরিষ্কারের কাজ করেন। তাদের মূলমন্ত্র হোল 'অভিযোগ করা বন্ধ করুন, কাজ করুন।'
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসামান্য আত্মত্যাগের কথা।
তোমরা কি জানো, এদেশের ৭৫টিরও বেশি রেল স্টেশন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বহন করে চলেছে। সেগুলির মধ্যে একটি হল ঝাড়খণ্ডের গোহাম জংশন যেখান থেকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ছদ্মবেশে জার্মানিতে চলে যান। আরেকটি হল উত্তর প্রদেশের কাকোরি রেল স্টেশন, যেখানে রাম প্রসাদ বিসমিল, আশফাকুলা খান এবং চন্দ্রশেখর আজাদের মতো বিপ্লবীরা ব্রিটিশ কোষাগার থেকে অর্থ বহনকারী একটি ট্রেন লুট করেছিল।
কাকোরী
KAKORI
একটি উল্লেখযোগ্য পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুটি সেনা কুকুরের প্রশংসা করেছেন। ভিদা এবং সোফি, তারা তাদের দায়িত্ব বিশ্বস্ত ভাবে পালন করেছে।
স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সোফি
উত্তর কমান্ডের ভিদা
সোফি, বিস্ফোরক যন্ত্র শুঁকে বের করেছিলো। ভিদা, পাঁচটি মাইন এবং একটি গ্রেনেড সনাক্ত করেছে। এরা দুজনেই দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তোমরা যখন বাড়ির জন্য একটি কুকুর পোষার কথা ভাববে তখন একটি ভারতীয় কুকুর দত্তক নেবে। এরা অনেক বুদ্ধিমান, শক্তিশালী হয় এবং এদেরকে লালন পালন করা সহজ। আমাদের সব ক্ষেত্রেই ভারতীয় হবার গর্ব থাকা উচিৎ।
মনের কথা (মন কি বাত) এর শততম পর্ব পূর্ণ হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই অনুষ্ঠানটি শুনছেন। আর এর থেকে ভারত সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জানতে পারছেন।

সূচিপত্র

১	যোগেশ সাইনি	৬
২	ইসমাইল খত্রী	১০
৩	রাজ	১৩
৪	নগুরাং মীনা	১৬
৫	পন মারিয়াপ্পান	১৯
৬	কালমানে কামেগৌড়া	২১
৭	প্রদীপ সাংওয়ান	২৪
৮	কামিয়া কার্তিকেয়ন	২৭
৯	আনভি জাঞ্জারুকিয়া	৩০

যোগেশ সাইনি
শ্রেণী কক্ষের মধ্যে একটা কোলাহল চলছিলো।-
জানো ইকবাল, নাইয়ার স্যর বলেছিলেন পরের ক্লাসটি স্পেশাল ক্লাস হবে।
তাই?! ওহ শ্রেয়াস, আমার মনে হয় সত্যিই মজার কিছু হবে যেমন ধরো, লিপফ্রগ বা খোখো বা...
কিন্তু ইকবালের কথা শেষ হবার আগেই-
সুপ্রভাত,
সুপ্রভাত স্যর!
স্যর! আজকে আমরা কী করব?
তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তোমাকে একটি প্রশ্ন করছি শ্রেয়াস, তুমি কি মনের কথা (মন কি বাত) এর সম্বন্ধে শুনেছ?
আমি শুনেছি স্যর। এটি একটি রেডিও অনুষ্ঠান যেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আমাদের অনেক গল্প শোনান।
ঠিক বলেছো বিদ্যা। কিন্তু তিনি কী বিষয় নিয়ে কথা বলেন?
তিনি ভারত সম্পর্কে এবং ভারতের এমন সকল নাগরিকদের কথা বলেন যারা আশ্চর্যজনক কাজ করেছেন।
একদম ঠিক কথা বলেছো লক্ষ্মী।

যোগেশ সাইনি

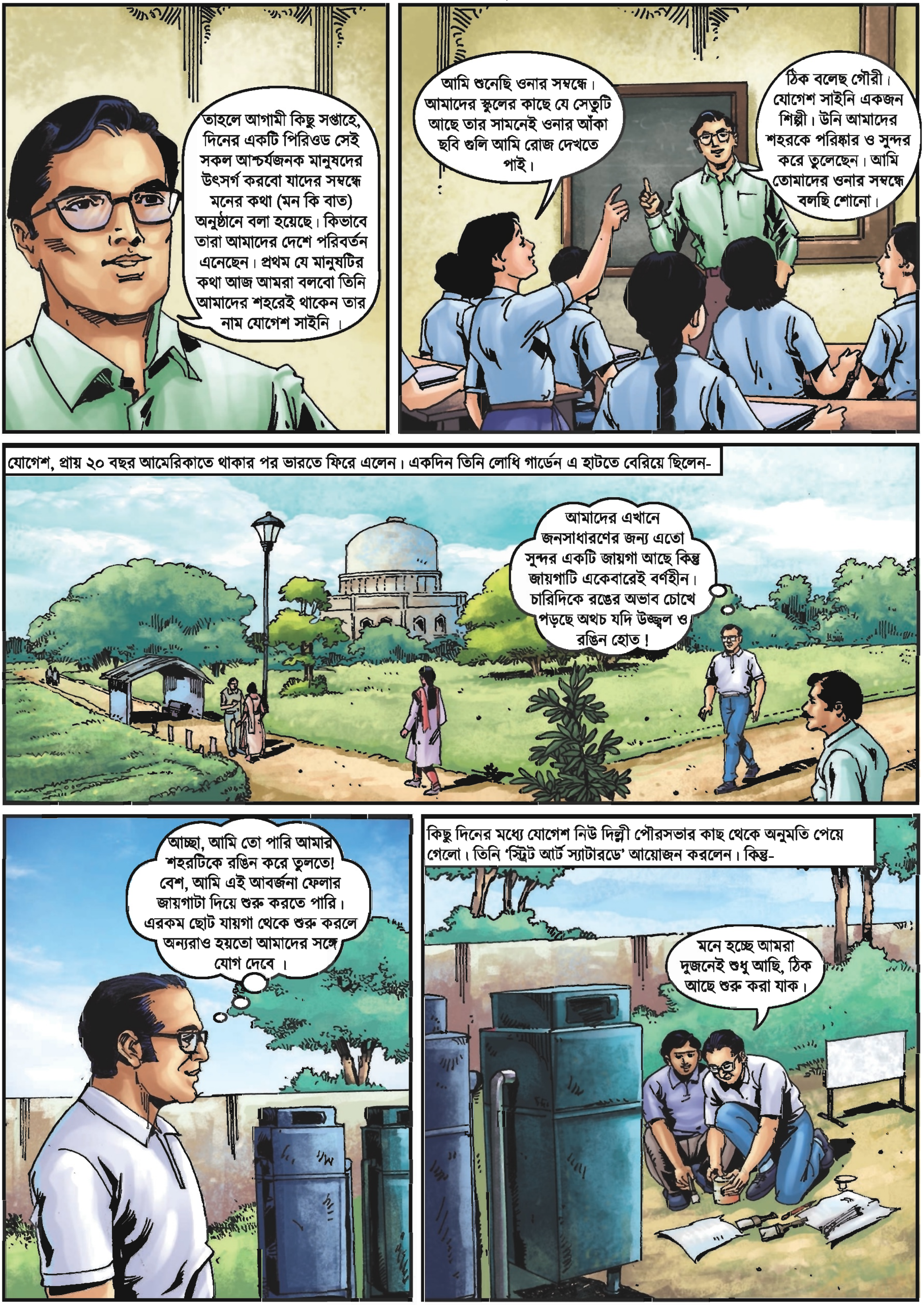

তাহলে আগামী কিছু সপ্তাহে, দিনের একটি পিরিওড সেই সকল আশ্চর্যজনক মানুষদের উৎসর্গ করবো যাদের সম্বন্ধে মনের কথা (মন কি বাত) অনুষ্ঠানে বলা হয়েছে। কিভাবে তারা আমাদের দেশে পরিবর্তন এনেছেন। প্রথম যে মানুষটির কথা আজ আমরা বলবো তিনি আমাদের শহরেই থাকেন তার নাম যোগেশ সাইনি ।
আমি শুনেছি ওনার সম্বন্ধে। আমাদের স্কুলের কাছে যে সেতুটি আছে তার সামনেই ওনার আঁকা ছবি গুলি আমি রোজ দেখতে পাই।
ঠিক বলেছ গৌরী। যোগেশ সাইনি একজন শিল্পী। উনি আমাদের শহরকে পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলেছেন। আমি তোমাদের ওনার সম্বন্ধে বলছি শোনো।
যোগেশ, প্রায় ২০ বছর আমেরিকাতে থাকার পর ভারতে ফিরে এলেন। একদিন তিনি লোধি গার্ডেন এ হাটতে বেরিয়ে ছিলেন-
আমাদের এখানে জনসাধারণের জন্য এতো সুন্দর একটি জায়গা আছে কিন্তু জায়গাটি একেবারেই বর্ণহীন। চারিদিকে রঙের অভাব চোখে পড়ছে অথচ যদি উজ্জ্বল ও রঙিন হোত !
আচ্ছা, আমি তো পারি আমার শহরটিকে রঙিন করে তুলতে! বেশ, আমি এই আবর্জনা ফেলার জায়গাটা দিয়ে শুরু করতে পারি। এরকম ছোট যায়গা থেকে শুরু করলে অন্যরাও হয়তো আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে ।
কিছু দিনের মধ্যে যোগেশ নিউ দিল্লী পৌরসভার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে গেলো। তিনি 'স্ট্রিট আর্ট স্যাটারডে' আয়োজন করলেন। কিন্তু-
মনে হচ্ছে আমরা দুজনেই শুধু আছি, ঠিক আছে শুরু করা যাক।

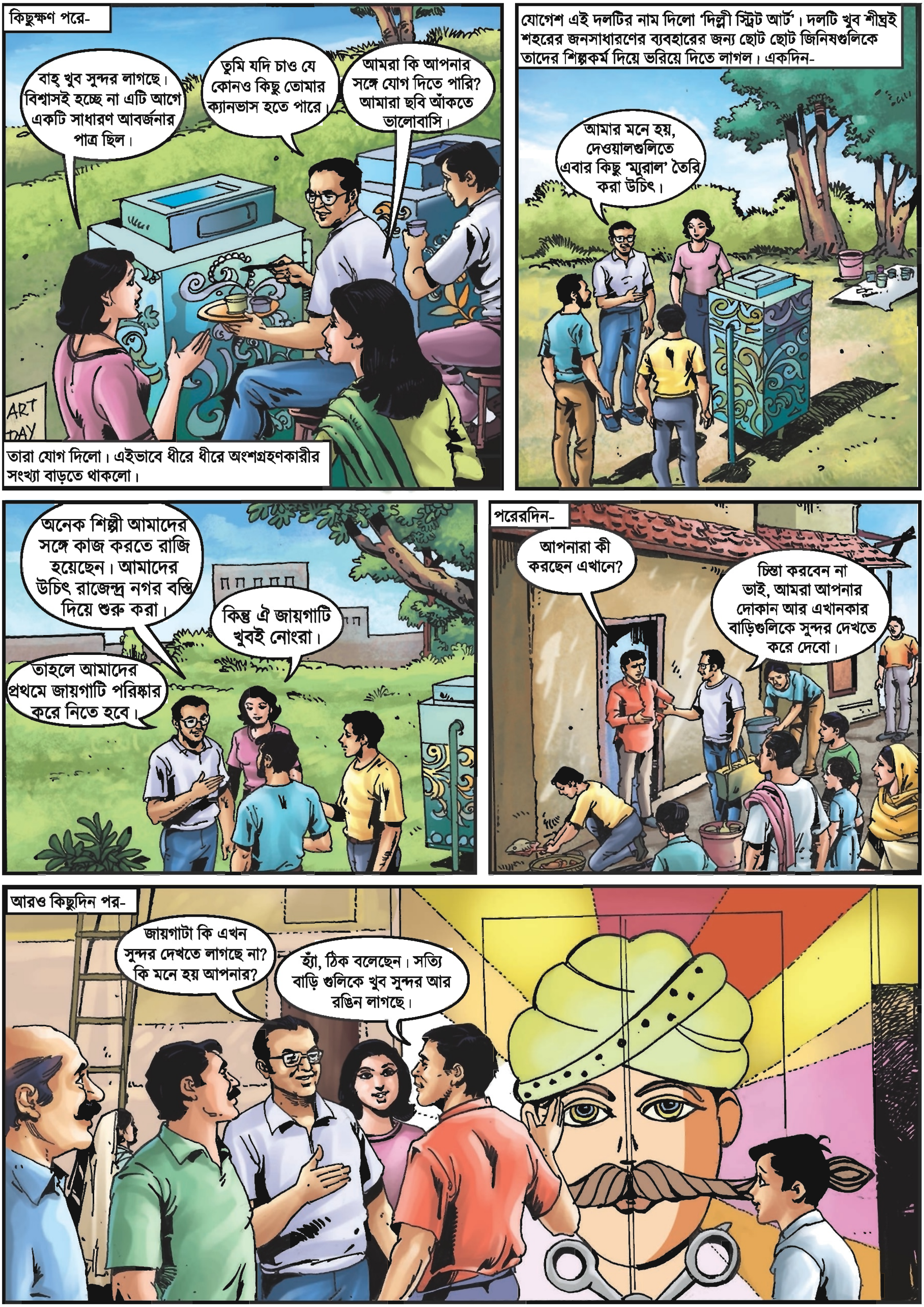
কিছুক্ষণ পরে-
বাহ্ খুব সুন্দর লাগছে। বিশ্বাসই হচ্ছে না এটি আগে একটি সাধারণ আবর্জনার পাত্র ছিল।
তুমি যদি চাও যে কোনও কিছু তোমার ক্যানভাস হতে পারে।
আমরা কি আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারি? আমারা ছবি আঁকতে ভালোবাসি।
ART DAY
তারা যোগ দিলো। এইভাবে ধীরে ধীরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকলো।
যোগেশ এই দলটির নাম দিলো 'দিল্লী স্ট্রিট আর্ট'। দলটি খুব শীঘ্রই শহরের জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট জিনিষগুলিকে তাদের শিল্পকর্ম দিয়ে ভরিয়ে দিতে লাগল। একদিন-
আমার মনে হয়, দেওয়ালগুলিতে এবার কিছু 'ম্যুরাল' তৈরি করা উচিৎ।
অনেক শিল্পী আমাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছেন। আমাদের উচিৎ রাজেন্দ্র নগর বস্তি দিয়ে শুরু করা।
কিন্তু ঐ জায়গাটি খুবই নোংরা।
তাহলে আমাদের প্রথমে জায়গাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে।
পরেরদিন-
আপনারা কী করছেন এখানে?
চিন্তা করবেন না ভাই, আমরা আপনার দোকান আর এখানকার বাড়িগুলিকে সুন্দর দেখতে করে দেবো।
আরও কিছুদিন পর-
জায়গাটা কি এখন সুন্দর দেখতে লাগছে না? কি মনে হয় আপনার?
হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। সত্যি বাড়ি গুলিকে খুব সুন্দর আর রঙিন লাগছে।

ম্যুরাল গুলির জন্য 'দিল্লী স্ট্রিট আর্ট' ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো।
এবার, গান্ধিজীকে নিয়ে কিছু ম্যুরাল করতে চাই।
এবং তিনি তাই করলেন। যোগেশের হাতে করা জাতির জনক গান্ধিজীর বেশ কিছু অপূর্ব ম্যুরাল এই শহর দেখতে পেলো।
একদিন -
একটি দারুণ খবর আছে!! ব্যাঙ্গালুরুতে একটি বড় স্কুল সাজিয়ে তুলবার কাজ আমরা পেয়েছি।
সত্যি দারুণ!! আমরা যখন ওখানে থাকবো তখন আমরা ওই শহরের কিছু দেওয়ালও রঙ দিয়ে সাজিয়ে দেবো।
দলটি এইরকম অনেক কাজ পেতে লাগলো। নয় বছরের মধ্যে তারা ১৫ থেকে ২০টি শহরের বস্তি, জেলখানা, রাস্তা, রেল স্টেশন, স্কুল এবং অনেক জনসাধরণের জায়গার সাথে বেসরকারি কিছু জায়গাও সুন্দর করে সাজিয়েছে।
আমি বিশ্বাসই করতে পারছিনা আমাদের ছোটো দলটি এতোগুলি শহরের পরিবর্তন নিয়ে আসতে পেরেছে।
এই ভাবে যদি প্রতিটি মানুষ তাদের শহরের জন্য এমন কিছু করে তাহলে খুব শীগ্রই আমাদের দেশও বদলে যাবে।

ইসমাইল খত্রী

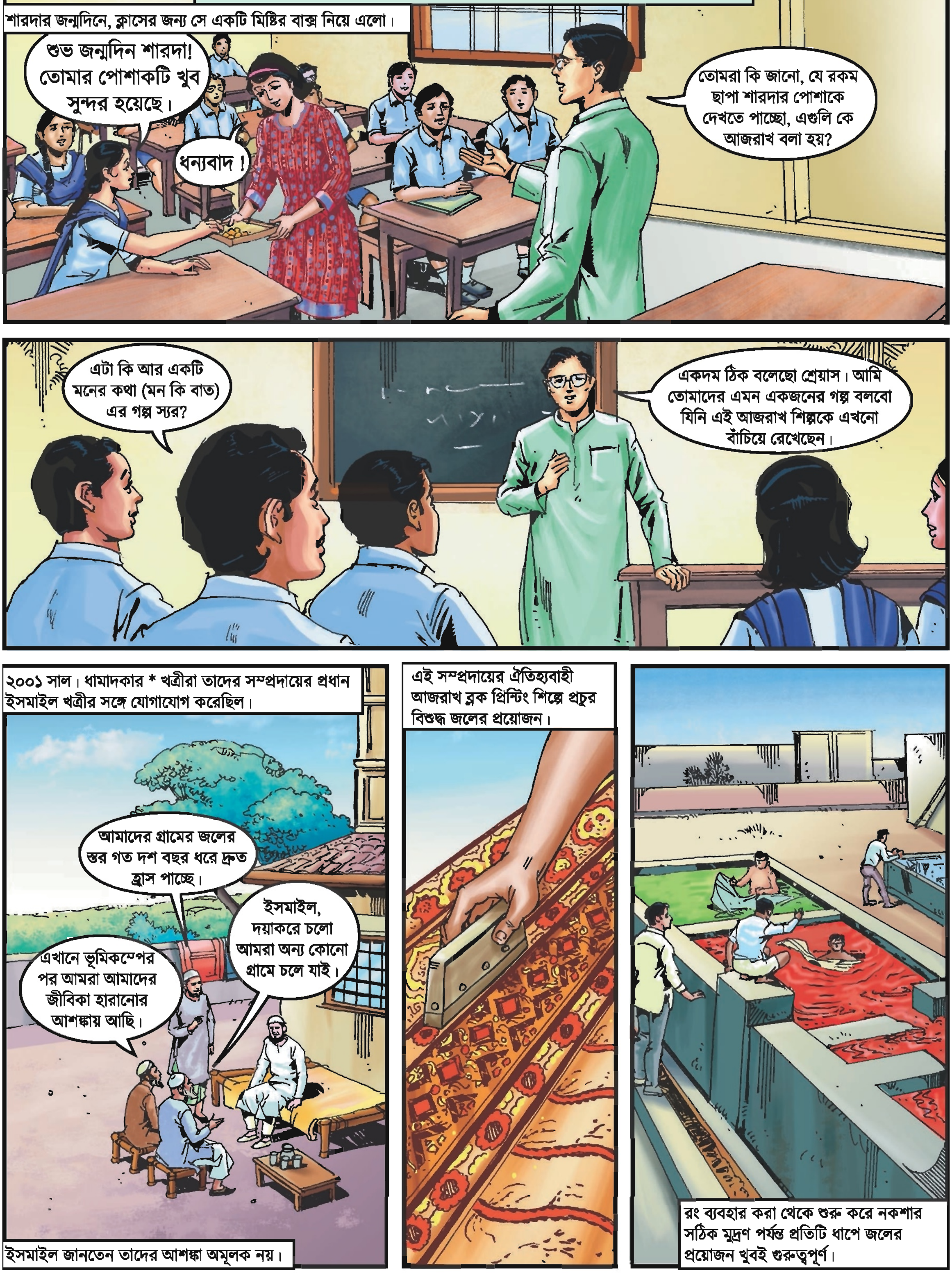

* ধামাদকা হোল গুজরাট প্রদেশের ভুজ অঞ্চলের কাছে একটি গ্রাম।
▾ গুজরাটের ২০০১ এর ভূমিকম্প

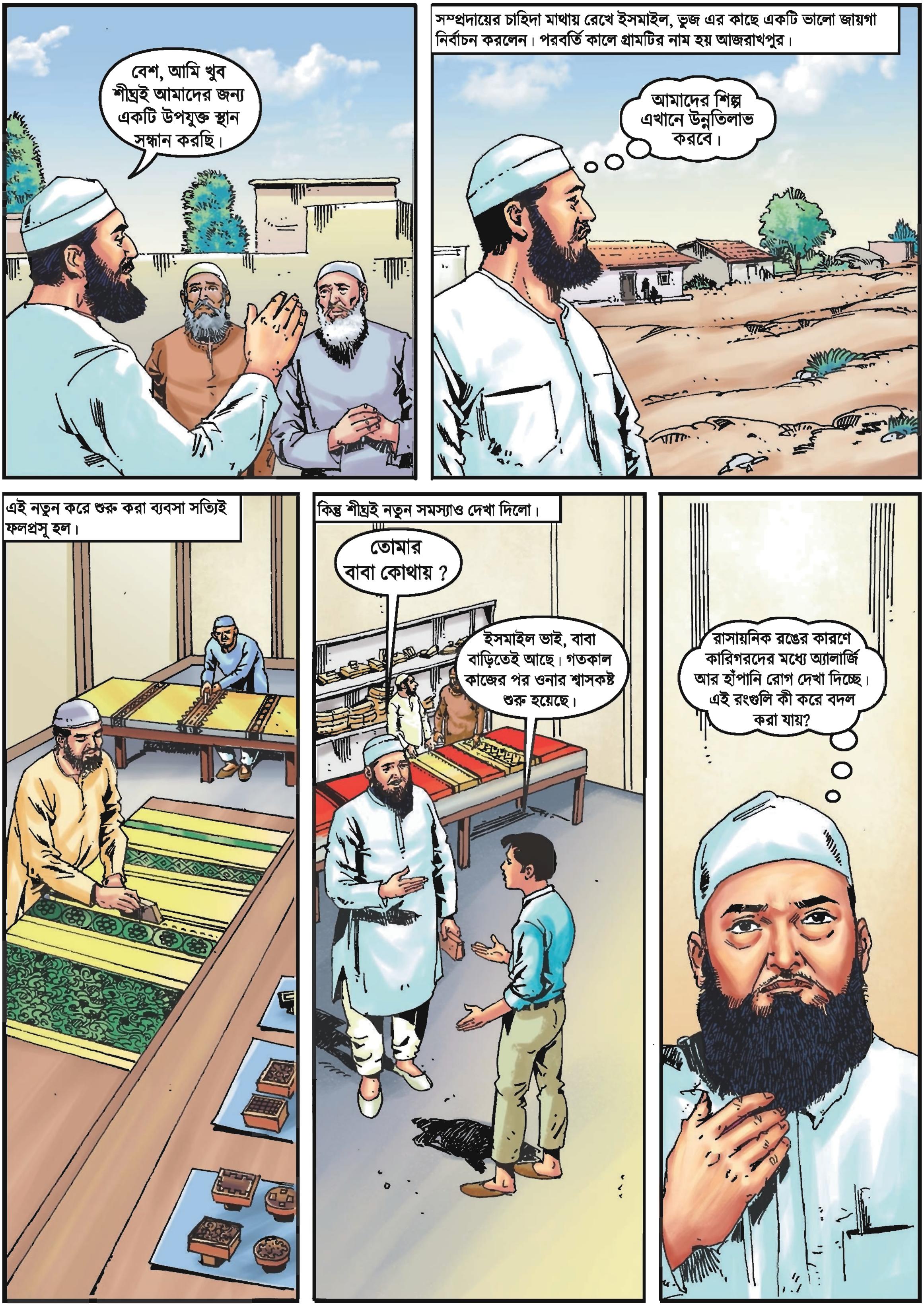
বেশ, আমি খুব শীঘ্রই আমাদের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান সন্ধান করছি।
সম্প্রদায়ের চাহিদা মাথায় রেখে ইসমাইল, ভুজ এর কাছে একটি ভালো জায়গা নির্বাচন করলেন। পরবর্তি কালে গ্রামটির নাম হয় আজরাখপুর।
আমাদের শিল্প এখানে উন্নতিলাভ করবে।
এই নতুন করে শুরু করা ব্যবসা সত্যিই ফলপ্রসূ হল।
কিন্তু শীঘ্রই নতুন সমস্যাও দেখা দিলো।
তোমার বাবা কোথায় ?
ইসমাইল ভাই, বাবা বাড়িতেই আছে। গতকাল কাজের পর ওনার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে।
রাসায়নিক রঙের কারণে কারিগরদের মধ্যে অ্যালার্জি আর হাঁপানি রোগ দেখা দিচ্ছে। এই রংগুলি কী করে বদল করা যায়?

প্রকৃতি থেকেই পাওয়া গেলো এর সমাধান। খেত্রীরা প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা শিখলো।
বাহ্! এই লাল রংটি কতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।
এটি গাছের রস থেকে তৈরি, তাই এতে তোমার কোনও অ্যালার্জি হবে না।
এইভাবেই একজন মানুষ ও তার সম্প্রদায়ের জন্য এই আজরাখ ছাপাই শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।
বর্তমানে, আজরাখ শিল্পের প্রচুর চাহিদা হয়েছে। কারিগররা বিভিন্ন কাপড় এবং আধুনিক শৈলী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন।
এই শিল্পকলাকে পুনরুজ্জীবিত করার সফল প্রচেষ্টাকে সম্মান জানিয়ে ২০০৩ সালে লিসেস্টারের ডি মন্টফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ইসমাইল খত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।
ডঃ ইসমাইল খত্রীর কাজ জাতীয় এবং উনেস্কো থেকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পায়।
ডঃ ইসমাইল খত্রীর ছেলে আর নাতিরা তাদের পারিবারিক আজরাখ ব্লক প্রিন্ট শিল্পের ঐতিহ্যকে, একাদশ প্রজন্মের উত্তরাধিকার হিসাবে অব্যাহত রেখেছে।

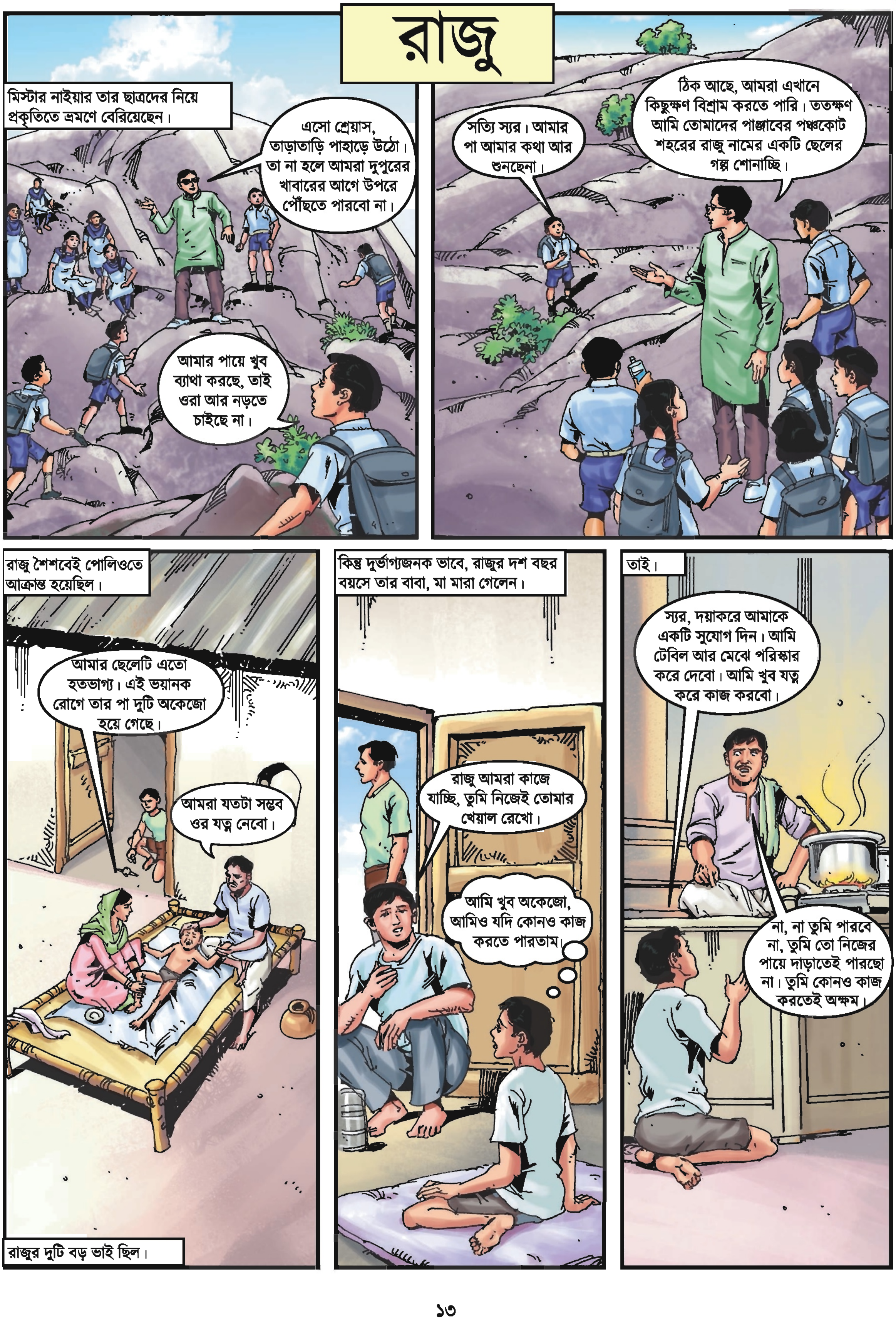
রাজু
মিস্টার নাইয়ার তার ছাত্রদের নিয়ে প্রকৃতিতে ভ্রমণে বেরিয়েছেন।
এসো শ্রেয়াস, তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠো। তা না হলে আমরা দুপুরের খাবারের আগে উপরে পৌঁছতে পারবো না।
আমার পায়ে খুব ব্যাথা করছে, তাই ওরা আর নড়তে চাইছে না।
সত্যি স্যর। আমার পা আমার কথা আর শুনছেনা।
ঠিক আছে, আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারি। ততক্ষণ আমি তোমাদের পাঞ্জাবের পঞ্চকোট শহরের রাজু নামের একটি ছেলের গল্প শোনাচ্ছি।
রাজু শৈশবেই পোলিওতে আক্রান্ত হয়েছিল।
আমার ছেলেটি এতো হতভাগ্য। এই ভয়ানক রোগে তার পা দুটি অকেজো হয়ে গেছে।
আমরা যতটা সম্ভব ওর যত্ন নেবো।
রাজুর দুটি বড় ভাই ছিল।
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, রাজুর দশ বছর বয়সে তার বাবা, মা মারা গেলেন।
রাজু আমরা কাজে যাচ্ছি, তুমি নিজেই তোমার খেয়াল রেখো।
আমি খুব অকেজো, আমিও যদি কোনও কাজ করতে পারতাম।
তাই।
স্যর, দয়াকরে আমাকে একটি সুযোগ দিন। আমি টেবিল আর মেঝে পরিস্কার করে দেবো। আমি খুব যত্ন করে কাজ করবো।
না, না তুমি পারবে না, তুমি তো নিজের পায়ে দাড়াতেই পারছো না। তুমি কোনও কাজ করতেই অক্ষম।

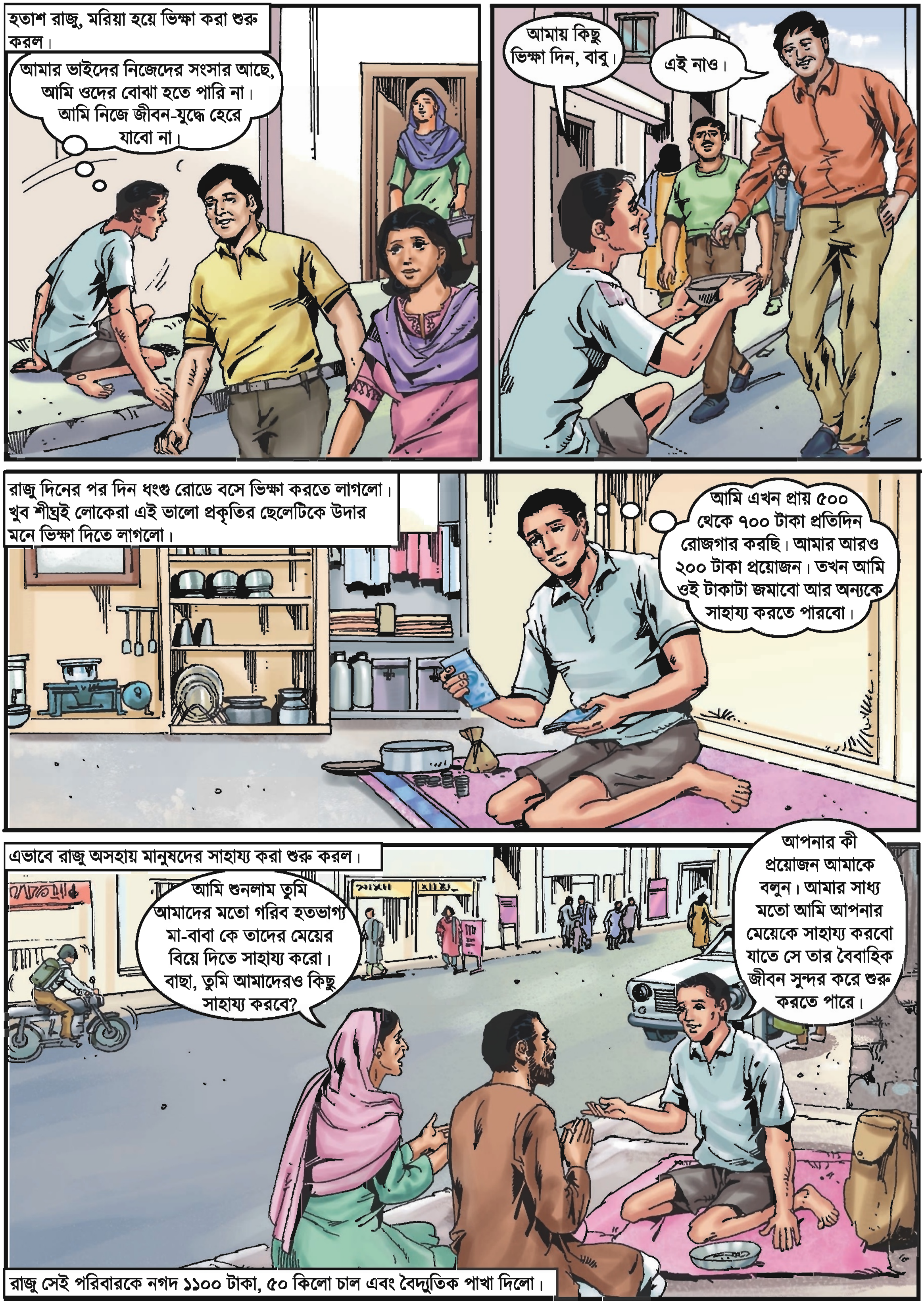
হতাশ রাজু, মরিয়া হয়ে ভিক্ষা করা শুরু করল।
আমার ভাইদের নিজেদের সংসার আছে, আমি ওদের বোঝা হতে পারি না। আমি নিজে জীবন-যুদ্ধে হেরে যাবো না।
আমায় কিছু ভিক্ষা দিন, বাবু।
এই নাও।
রাজু দিনের পর দিন ধংগু রোডে বসে ভিক্ষা করতে লাগলো। খুব শীঘ্রই লোকেরা এই ভালো প্রকৃতির ছেলেটিকে উদার মনে ভিক্ষা দিতে লাগলো।
আমি এখন প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা প্রতিদিন রোজগার করছি। আমার আরও ২০০ টাকা প্রয়োজন। তখন আমি ওই টাকাটা জমাবো আর অন্যকে সাহায্য করতে পারবো।
এভাবে রাজু অসহায় মানুষদের সাহায্য করা শুরু করল।
আমি শুনলাম তুমি আমাদের মতো গরিব হতভাগ্য মা-বাবা কে তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে সাহায্য করো। বাছা, তুমি আমাদেরও কিছু সাহায্য করবে?
আপনার কী প্রয়োজন আমাকে বলুন। আমার সাধ্য মতো আমি আপনার মেয়েকে সাহায্য করবো যাতে সে তার বৈবাহিক জীবন সুন্দর করে শুরু করতে পারে।
রাজু সেই পরিবারকে নগদ ১১০০ টাকা, ৫০ কিলো চাল এবং বৈদ্যুতিক পাখা দিলো।

রাজু

রাজু শুধু যে অন্যদের বিয়েতে সাহায্য করেছে তা নয়, কোভিডের সময় সে ২৫০০ মাস্ক জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে।
মাস্ক ছাড়া ঘুরবেন না, এই নিন আমি চাই না আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ুন।
ধন্যবাদ রাজু।

যখন ধংগু রোডের একটি সেতুর ক্ষতি হল। রাজু মেরামতির জন্য সাহায্য করল।
আমরা রাজুর কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ, এই সেতুটি মেরামত করবার জন্য তার সঞ্চয় থেকে ত্রিশ হাজার টাকা দেবার জন্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন তার রেডিও অনুষ্ঠানে রাজুর সম্বন্ধে মানুষকে জানালেন তখন প্রচুর মানুষ তাকে দেখার জন্য ভিড় করলেন।
তুমি আমাদের অনুপ্রেরণা রাজু।
আমরা সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো তোমার কাছে, আমাদের এই ভাবে সাহায্য করার জন্য।

আমরা সবাই এটা করতে পারি। বড় কিছু করার জন্য সামান্য পরিশ্রম আর একটু সহানুভূতি লাগে।

নগুরাং মীনা

বেসরকারী সংস্থা

নগুরাং মীনা

*মীজরামের রাজধানী, ভারতের সবচেয়ে শিক্ষিত শহর।

মীনা, ধরো কেউ যদি বই নিয়ে গিয়ে আর ফেরত না দেয় তাহলে?
ঠিক আছে বই-ই তো নিয়ে যাচ্ছে, মনে রাখতে হবে এরা এতেও লাভবান হচ্ছে। আর এই উদ্যোগেই তো আমরা শুরু করেছিলাম।
এটা সত্যি খুব ভালো ভাবনা!
ঠিক আছে বই-ই তো নিয়ে যাচ্ছে, মনে রাখতে হবে এরা এতেও লাভবান হচ্ছে। আর এই উদ্যোগেই তো আমরা শুরু করেছিলাম।
মীনা, এগুলি আমার বাচ্চাদের কিছু পুরনো বই। আমি এগুলি আপনার লাইব্রেরীতে দান করতে চাই।
ধন্যবাদ স্যর।
তারা বই কেনার জন্য বেশ কিছু টাকাও দান হিসেবে পেতে থাকলো।
মীনা বিশ্বাস করেন যে বই পড়ার অভ্যাস মানুষের মধ্যে সাক্ষরতা বৃদ্ধি করবে এবং শিক্ষার্থীদের আরও উৎসাহিত করবে।
আমার প্রিয় অরুণাচলবাসী, চিন্তা করুন। কেনো আমাদের দেশ পিছিয়ে আছে, এটা শুধু আমাদের সরকারের চিন্তা করার বিষয় নয়। আমাদের এই রাজ্যের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকের এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিৎ। অন্যদের উপর দোষারোপ করা বন্ধ করে নিজে কিছু করা শুরু করুন।
0:35/4:13
মীনা রাজ্য জুড়ে আরও লাইব্রেরী তৈরি করার স্বপ্ন দেখেন এবং আশা করেন তার এই উদ্যোগ সারা দেশে অনেককে অনুপ্রাণিত করবে।

পন মারিয়াপ্পান

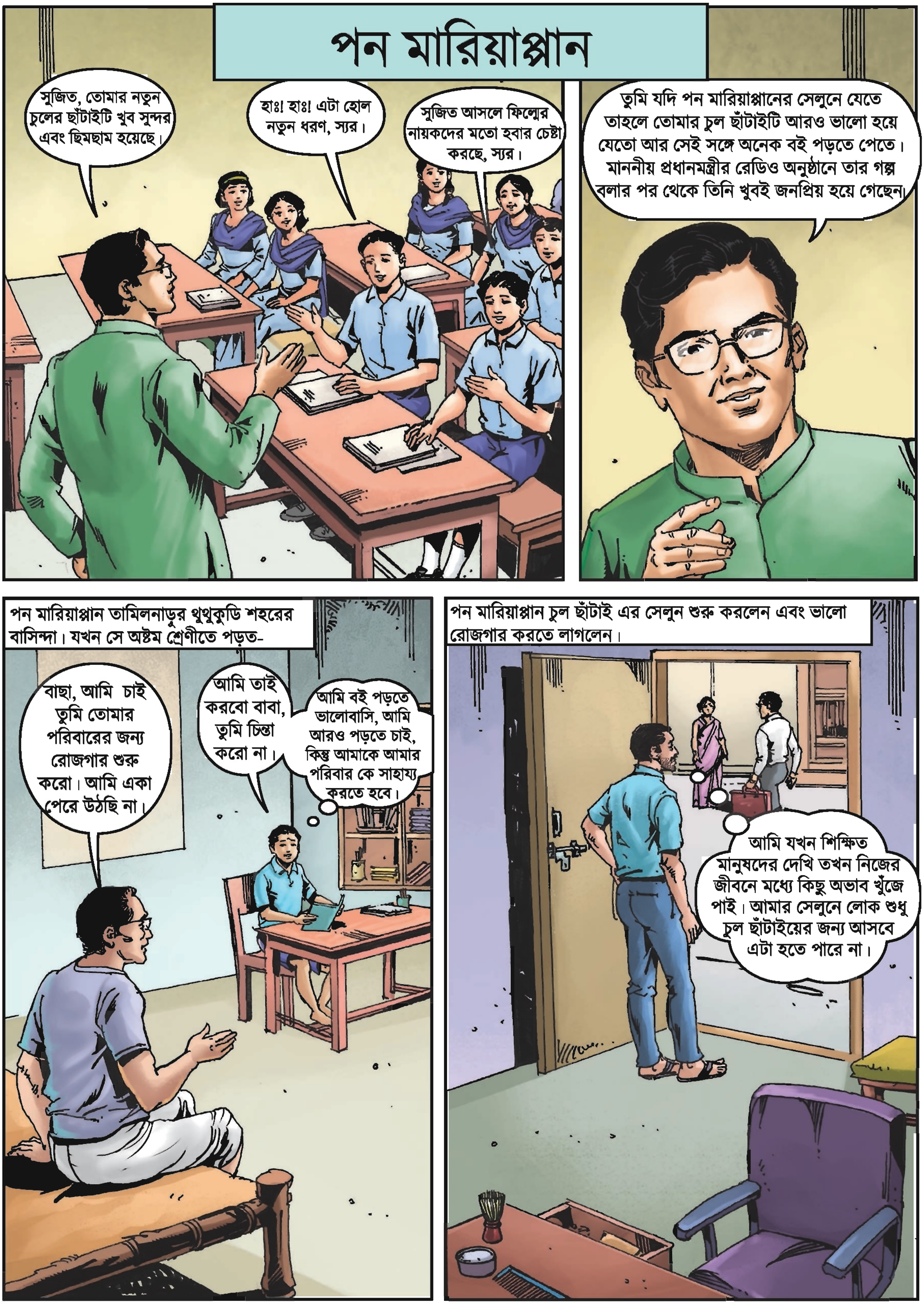

সুজিত, তোমার নতুন চুলের ছাঁটাইটি খুব সুন্দর এবং ছিমছাম হয়েছে।
হাঃ! হাঃ! এটা হোল নতুন ধরণ, স্যর।
সুজিত আসলে ফিল্মের নায়কদের মতো হবার চেষ্টা করছে, স্যর।
তুমি যদি পন মারিয়াপ্পানের সেলুনে যেতে তাহলে তোমার চুল ছাঁটাইটি আরও ভালো হয়ে যেতো আর সেই সঙ্গে অনেক বই পড়তে পেতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রেডিও অনুষ্ঠানে তার গল্প বলার পর থেকে তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়ে গেছেন।
পন মারিয়াপ্পান তামিলনাড়ুর থুথুকুডি শহরের বাসিন্দা। যখন সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ত-
বাছা, আমি চাই তুমি তোমার পরিবারের জন্য রোজগার শুরু করো। আমি একা পেরে উঠছি না।
আমি তাই করবো বাবা, তুমি চিন্তা করো না।
আমি বই পড়তে ভালোবাসি, আমি আরও পড়তে চাই, কিন্তু আমাকে আমার পরিবার কে সাহায্য করতে হবে।
পন মারিয়াপ্পান চুল ছাঁটাই এর সেলুন শুরু করলেন এবং ভালো রোজগার করতে লাগলেন।
আমি যখন শিক্ষিত মানুষদের দেখি তখন নিজের জীবনে মধ্যে কিছু অভাব খুঁজে পাই। আমার সেলুনে লোক শুধু চুল ছাঁটাইয়ের জন্য আসবে এটা হতে পারে না।

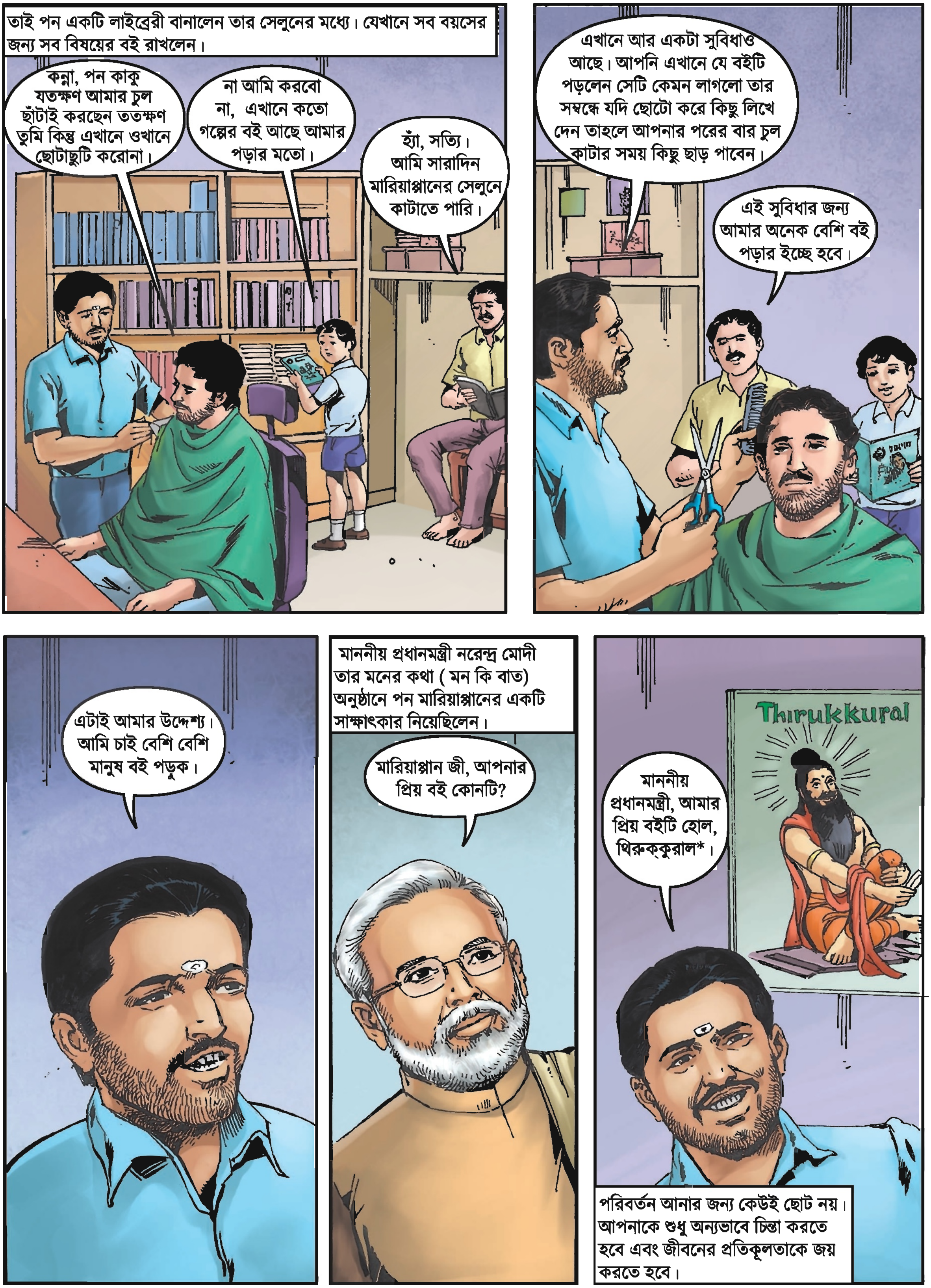

*তিরুভালুভার লেখা একটি তামিল ক্লাসিক

কালমানে কামেগৌড়া

স্কুলের ছুটি চলছে।
কী করছো লক্ষ্মী।
এটি চড়ুই পাখিগুলির জন্য। এই এতো গরমে, ওরা নিশ্চয় তৃষ্ণার্ত হবে।
পারুল সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো। শীঘ্রই একদল ছাত্র বাটিতে জল রাখতে শুরু করে দিলো।
এখানে কী হচ্ছে?
আমরা পাখিদের জন্য জল রাখছি। স্যর!
ওরা খুবই তৃষ্ণার্ত এই গরমে। তাই ভাবলাম ওদের জন্য কিছু একটা করি। তেমন কিছুই তো করতে পারি না আমরা, যাই হোক।
এটি খুবই ভালো ভাবনা লক্ষ্মী। কিন্তু মানুষরা যদি চায় তাহলে তারা অনেক কিছুই করতে পারে অন্যান্য জীবদের জন্য। এসো বসো, আমি তোমাদের কামেগৌড়ার কথা বলি। মনের কথা (মন কি বাত) অনুষ্ঠানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওনার অনেক প্রশংসা করেছেন।
কালমানে কামেগৌড়া ছিলেন একজন রাখাল। যিনি কর্ণাটকের মান্ডা জেলার দাসন্নাডোদি গ্রামে থাকতেন।
হুর... হুর... তাড়াতাড়ি এসো শান্তা! তুমি আগের মতো পিছিয়ে পড়ছো।

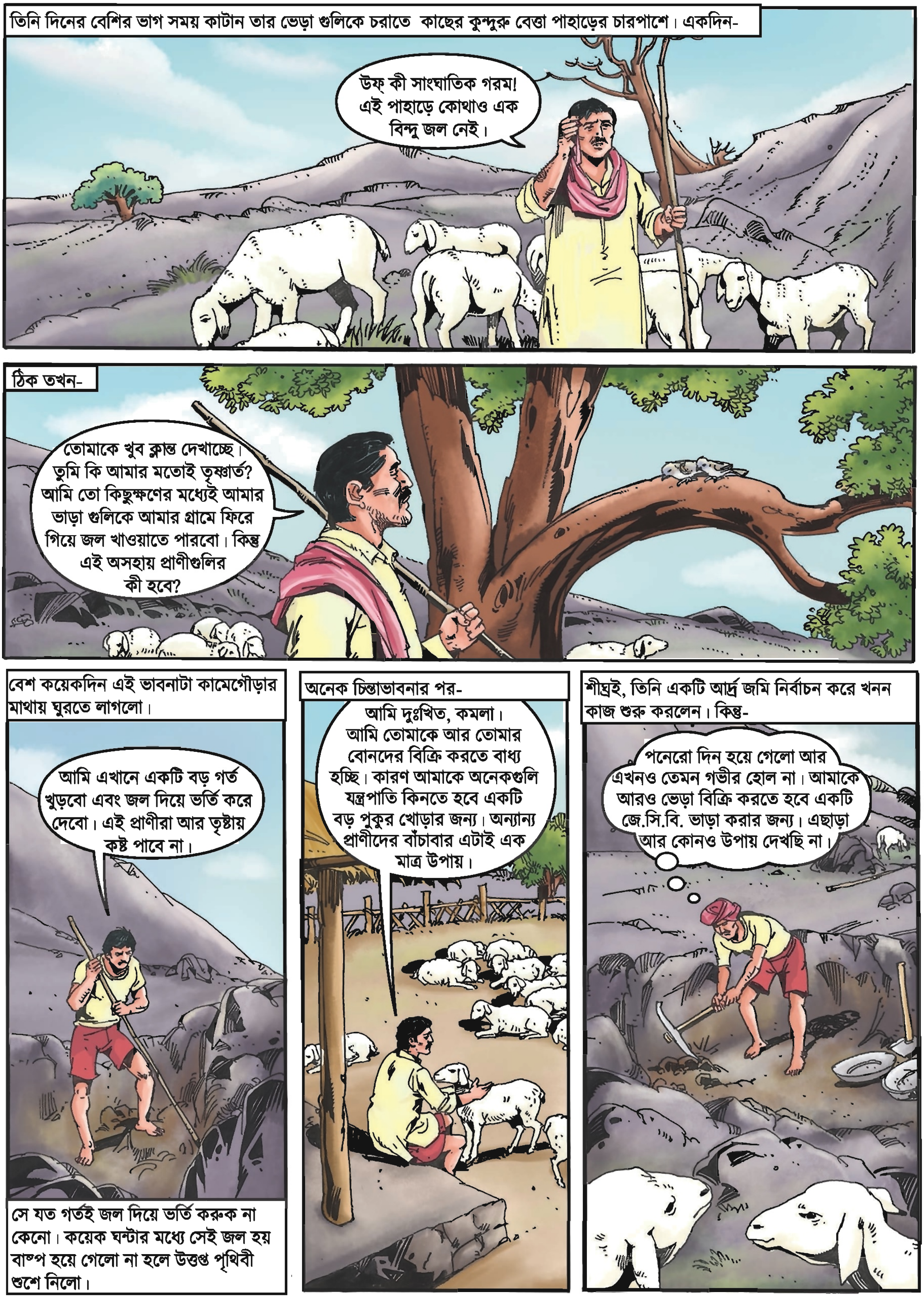
তিনি দিনের বেশির ভাগ সময় কাটান তার ভেড়া গুলিকে চরাতে কাছের কুন্দুরু বেত্তা পাহাড়ের চারপাশে। একদিন-
উফ্ কী সাংঘাতিক গরম! এই পাহাড়ে কোথাও এক বিন্দু জল নেই।
ঠিক তখন-
তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি কি আমার মতোই তৃষ্ণার্ত? আমি তো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ভাড়া গুলিকে আমার গ্রামে ফিরে গিয়ে জল খাওয়াতে পারবো। কিন্তু এই অসহায় প্রাণীগুলির কী হবে?
বেশ কয়েকদিন এই ভাবনাটা কামেগৌড়ার মাথায় ঘুরতে লাগলো।
আমি এখানে একটি বড় গর্ত খুড়বো এবং জল দিয়ে ভর্তি করে দেবো। এই প্রাণীরা আর তৃষ্টায় কষ্ট পাবে না।
সে যত গর্তই জল দিয়ে ভর্তি করুক না কেনো। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই জল হয় বাস্প হয়ে গেলো না হলে উত্তপ্ত পৃথিবী শুশে নিলো।
অনেক চিন্তাভাবনার পর-
আমি দুঃখিত, কমলা। আমি তোমাকে আর তোমার বোনদের বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ আমাকে অনেকগুলি যন্ত্রপাতি কিনতে হবে একটি বড় পুকুর খোড়ার জন্য। অন্যান্য প্রাণীদের বাঁচাবার এটাই এক মাত্র উপায়।
শীঘ্রই, তিনি একটি আর্দ্র জমি নির্বাচন করে খনন কাজ শুরু করলেন। কিন্তু-
পনেরো দিন হয়ে গেলো আর এখনও তেমন গভীর হোল না। আমাকে আরও ভেড়া বিক্রি করতে হবে একটি জে.সি.বি. ভাড়া করার জন্য। এছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না।

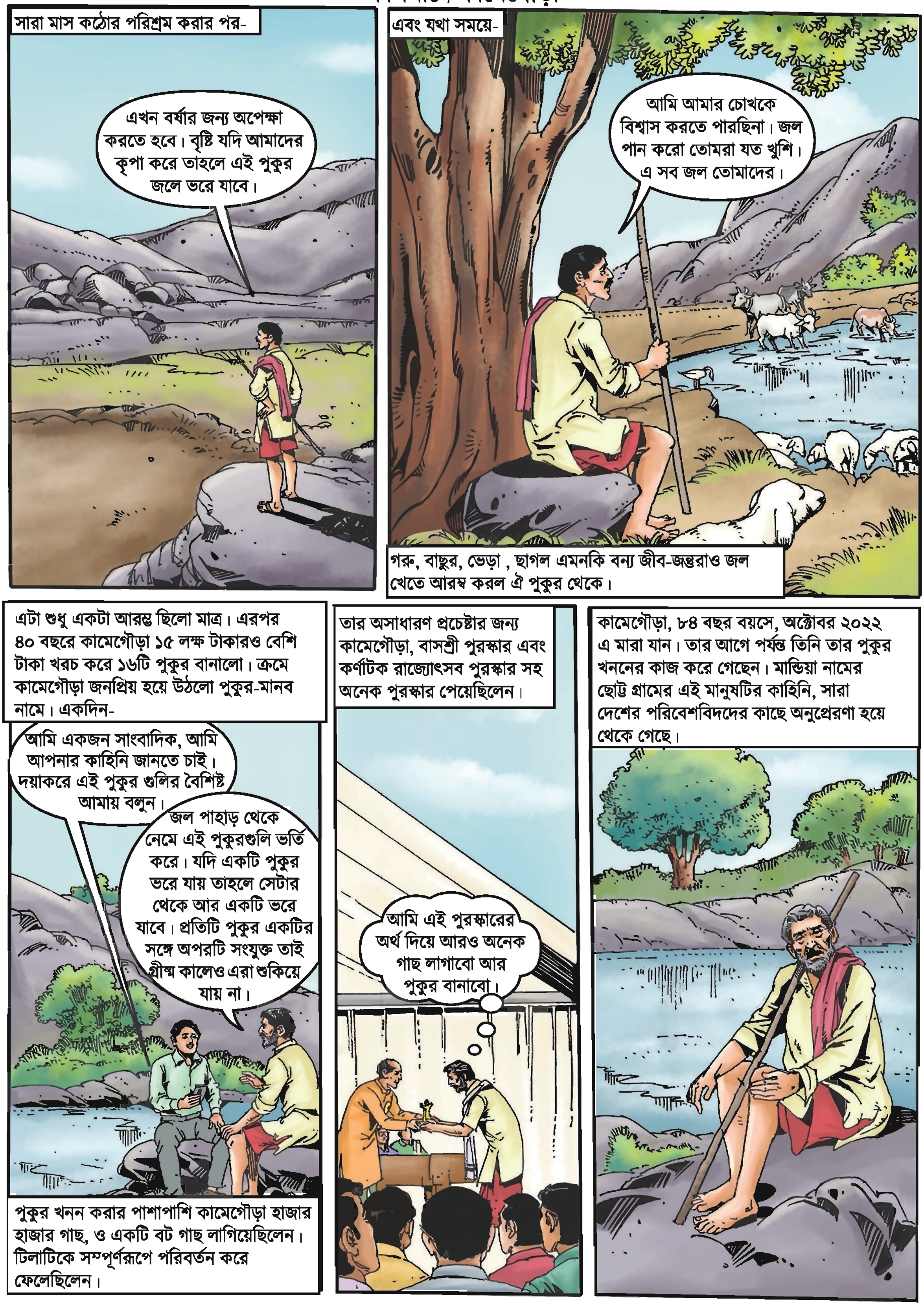
সারা মাস কঠোর পরিশ্রম করার পর-
এখন বর্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বৃষ্টি যদি আমাদের কৃপা করে তাহলে এই পুকুর জলে ভরে যাবে।
এবং যথা সময়ে-
আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিনা। জল পান করো তোমরা যত খুশি। এ সব জল তোমাদের।
গরু, বাছুর, ভেড়া , ছাগল এমনকি বন্য জীব-জন্তুরাও জল খেতে আরম্ব করল ঐ পুকুর থেকে।
এটা শুধু একটা আরম্ভ ছিলো মাত্র। এরপর ৪০ বছরে কামেগৌড়া ১৫ লক্ষ টাকারও বেশি টাকা খরচ করে ১৬টি পুকুর বানালো। ক্রমে কামেগৌড়া জনপ্রিয় হয়ে উঠলো পুকুর-মানব নামে। একদিন-
আমি একজন সাংবাদিক, আমি আপনার কাহিনি জানতে চাই। দয়াকরে এই পুকুর গুলির বৈশিষ্ট আমায় বলুন।
জল পাহাড় থেকে নেমে এই পুকুরগুলি ভর্তি করে। যদি একটি পুকুর ভরে যায় তাহলে সেটার থেকে আর একটি ভরে যাবে। প্রতিটি পুকুর একটির সঙ্গে অপরটি সংযুক্ত তাই গ্রীষ্ম কালেও এরা শুকিয়ে যায় না।
পুকুর খনন করার পাশাপাশি কামেগৌড়া হাজার হাজার গাছ, ও একটি বট গাছ লাগিয়েছিলেন। টিলাটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন।
তার অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্য কামেগৌড়া, বাসশ্রী পুরস্কার এবং কর্ণাটক রাজ্যোৎসব পুরস্কার সহ অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন।
আমি এই পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আরও অনেক গাছ লাগাবো আর পুকুর বানাবো।
কামেগৌড়া, ৮৪ বছর বয়সে, অক্টোবর ২০২২ এ মারা যান। তার আগে পর্যন্ত তিনি তার পুকুর খননের কাজ করে গেছেন। মান্ডিয়া নামের ছোট্ট গ্রামের এই মানুষটির কাহিনি, সারা দেশের পরিবেশবিদদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থেকে গেছে।

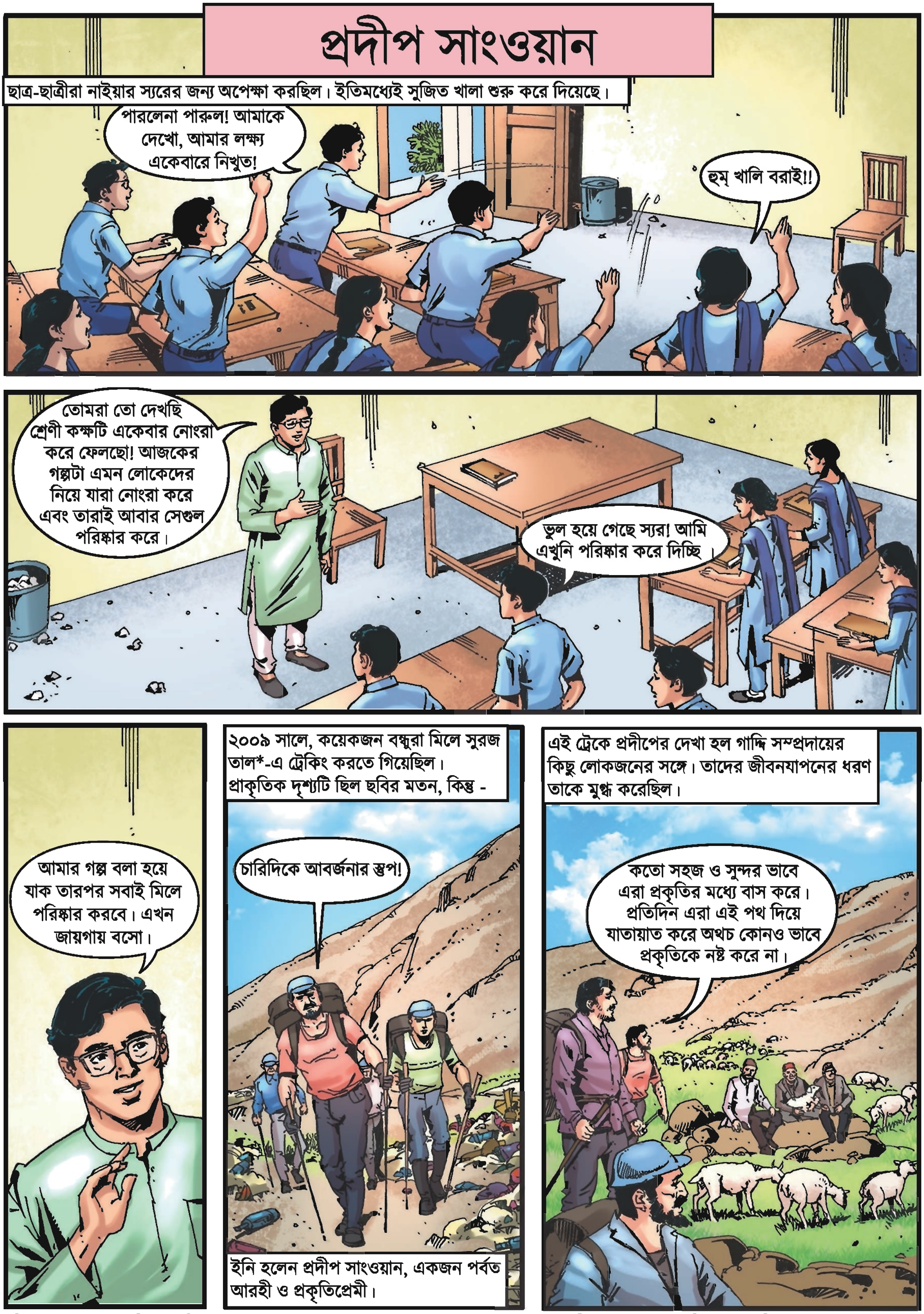

*হিমাচল প্রদেশের জনপ্রিয় একটি সরোবর

৭ একটি মেষপালক উপজাতি, প্রধানত হিমাচল প্রদেশ এবং এর আশেপাশে বসবাস করে।

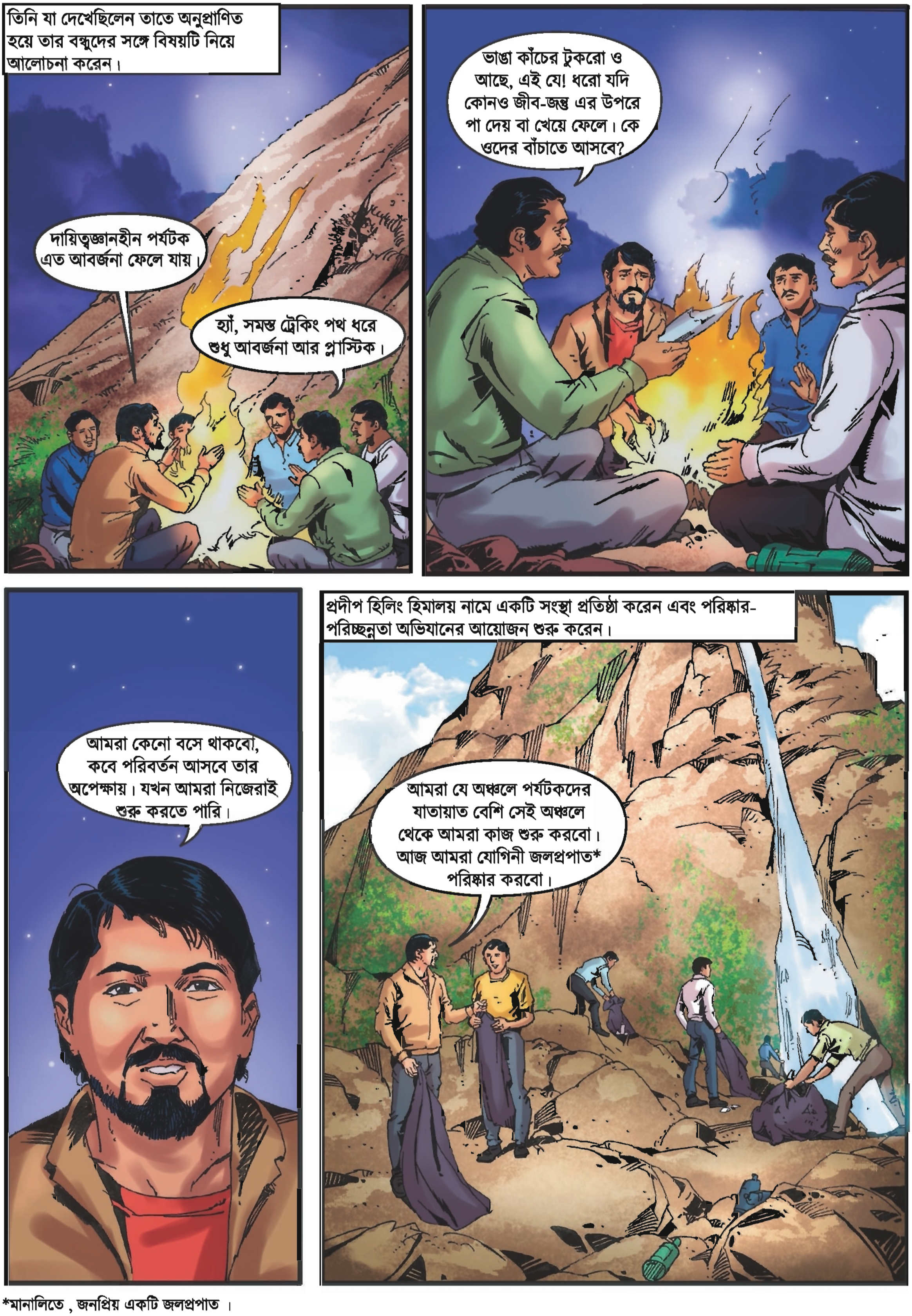

*মানালিতে , জনপ্রিয় একটি জলপ্রপাত ।

যদিও দিনটা মোটেই ভালো ছিল না।
আমাদের সারাজীবন কেটে যাবে হিমালয় কে পরিষ্কার করতে।
কিন্তু প্রদীপ এবং তার দলের, হাল ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব ছিলো না।
আমরা যখন এক সাথে কাজ করবো তখন এখনও এই অন্ধকারেও আলো দেখতে পাবো।
আমাকে আরও একটি বস্তা দাও প্রদীপ।
হিমালয়ের নিকটবর্তি গ্রামে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাহায্যে তারা একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন করল।
এসব বর্জ্য ফেলার জন্য শুধু নিরাপদ স্থানই নয় তারা স্থানীয়দের চাকরি দেবার ব্যবস্থা করল।
প্রদীপ এই রকম আরও অনেক কেন্দ্র খোলার চেষ্টা করল।
হিলিং হিমালয় দলটি হাজার হাজার গাছ রোপণ করেছে এবং প্রায় ৮০০০০০ কেজি নন-বায়োডিগ্রেডেবল বর্জ্য পরিষ্কার করেছে।
এই যাত্রা শুরু করার পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাইনি। অনেক কিছু করা দরকার এখন তো আমরা শুরু করেছি মাত্র।

কামিয়া কার্তিকেয়ন

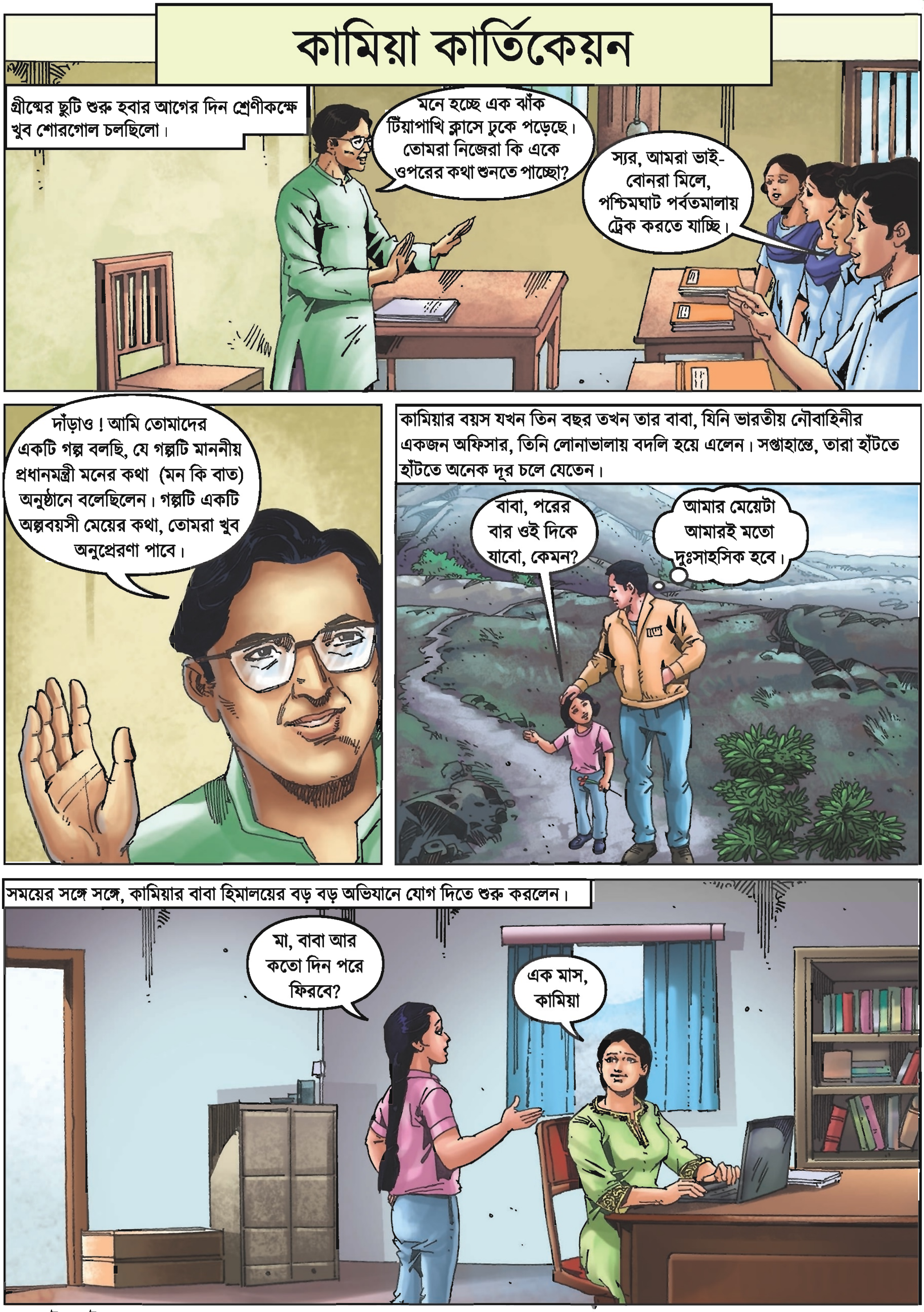

মহারাস্ট্র, মুম্বাইয়ের কাছে।

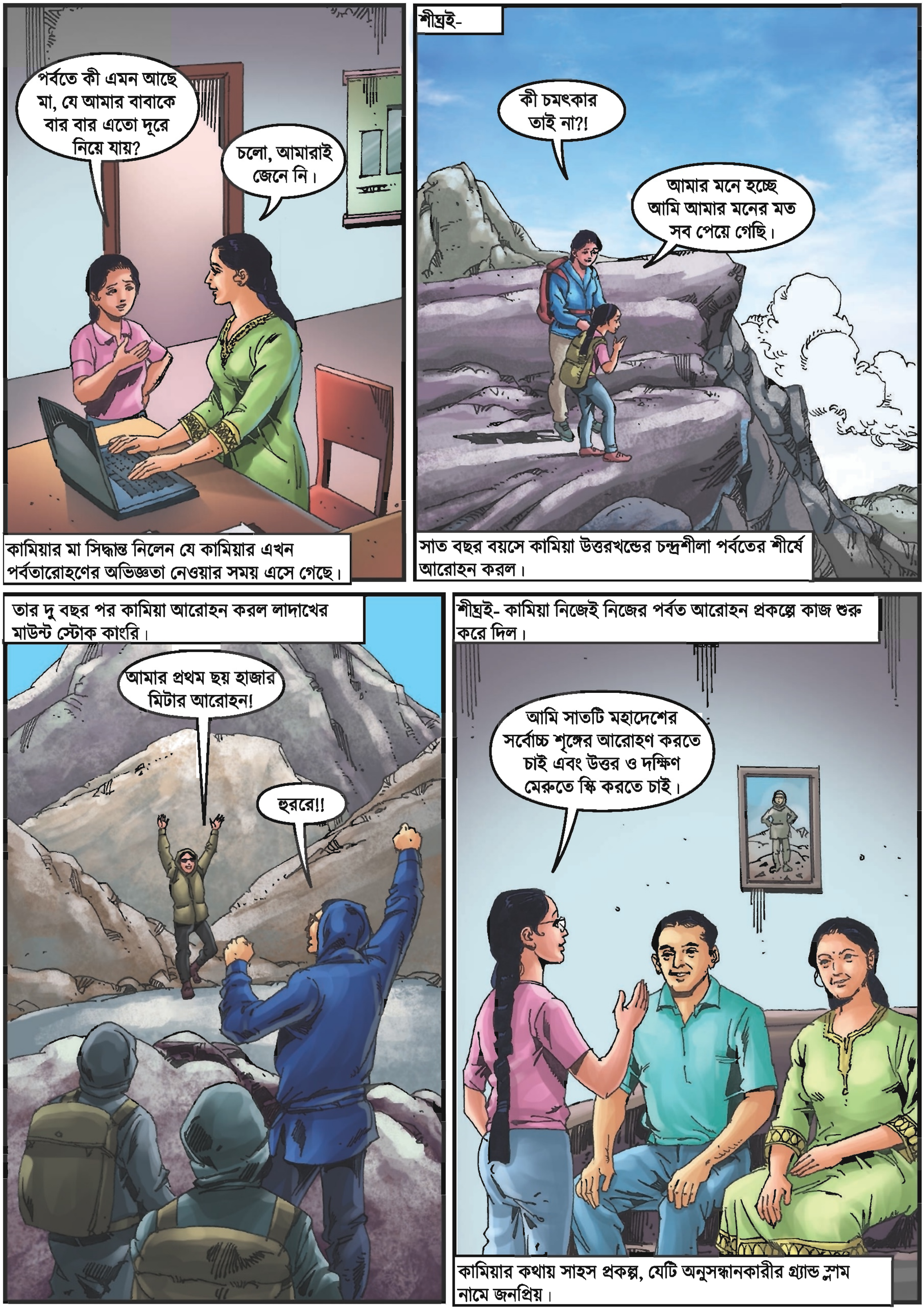
পর্বতে কী এমন আছে মা, যে আমার বাবাকে বার বার এতো দূরে নিয়ে যায়?
চলো, আমারাই জেনে নি।
কামিয়ার মা সিদ্ধান্ত নিলেন যে কামিয়ার এখন পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা নেওয়ার সময় এসে গেছে।
শীঘ্রই-
কী চমৎকার তাই না?!
আমার মনে হচ্ছে আমি আমার মনের মত সব পেয়ে গেছি।
সাত বছর বয়সে কামিয়া উত্তরখন্ডের চন্দ্রশীলা পর্বতের শীর্ষে আরোহন করল।
তার দু বছর পর কামিয়া আরোহন করল লাদাখের মাউন্ট স্টোক কাংরি।
আমার প্রথম ছয় হাজার মিটার আরোহন!
হুররে!!
শীঘ্রই- কামিয়া নিজেই নিজের পর্বত আরোহন প্রকল্পে কাজ শুরু করে দিল।
আমি সাতটি মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের আরোহণ করতে চাই এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে স্কি করতে চাই।
কামিয়ার কথায় সাহস প্রকল্প, যেটি অনুসন্ধানকারীর গ্র্যান্ড স্লাম নামে জনপ্রিয়।

২০২২ অবধি কামিয়া, সাতটির মধ্যে পাঁচটি শীর্ষে জয় করেছেন।
TANZANIA
মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো, আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
মাউন্ট এলব্রাস, ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
মাউন্ট কোসিয়াসকো, অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
মাউন্ট অ্যাকনকাগুয়া, দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
মাউন্ট ডেনালি, উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
তিনি হলেন মাউন্ট অ্যাকনকাগুয়া জয় এবং মাউন্ট এলব্রাসের চূড়া থেকে স্কি করা সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি।
তার অদম্য চেতনা এবং পর্বতারোহণে অসংখ্য কৃতিত্বের জন্য ভারত সরকার তাকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে।
(NIC) BARAMULLA
পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসা এবং পারিবারিক অ্যাডভেঞ্চার হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা কামিয়াকে ইতিহাস রচনা করতে সাহায্য করেছে। সে আরও রেকর্ড ভেঙ্গেছে এবং সর্বোচ্চ চূড়া জয় করে চলেছে।

* ডাউনস সিনড্রোম হল একটি জেনেটিক ব্যাধি যা বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিলম্ব ঘটায়।

* * জন্মগত হার্টের ক্রুটি হল হৃদযন্ত্রের গঠনের সমস্যা যা জন্ম থেকেই বিদ্যমান।

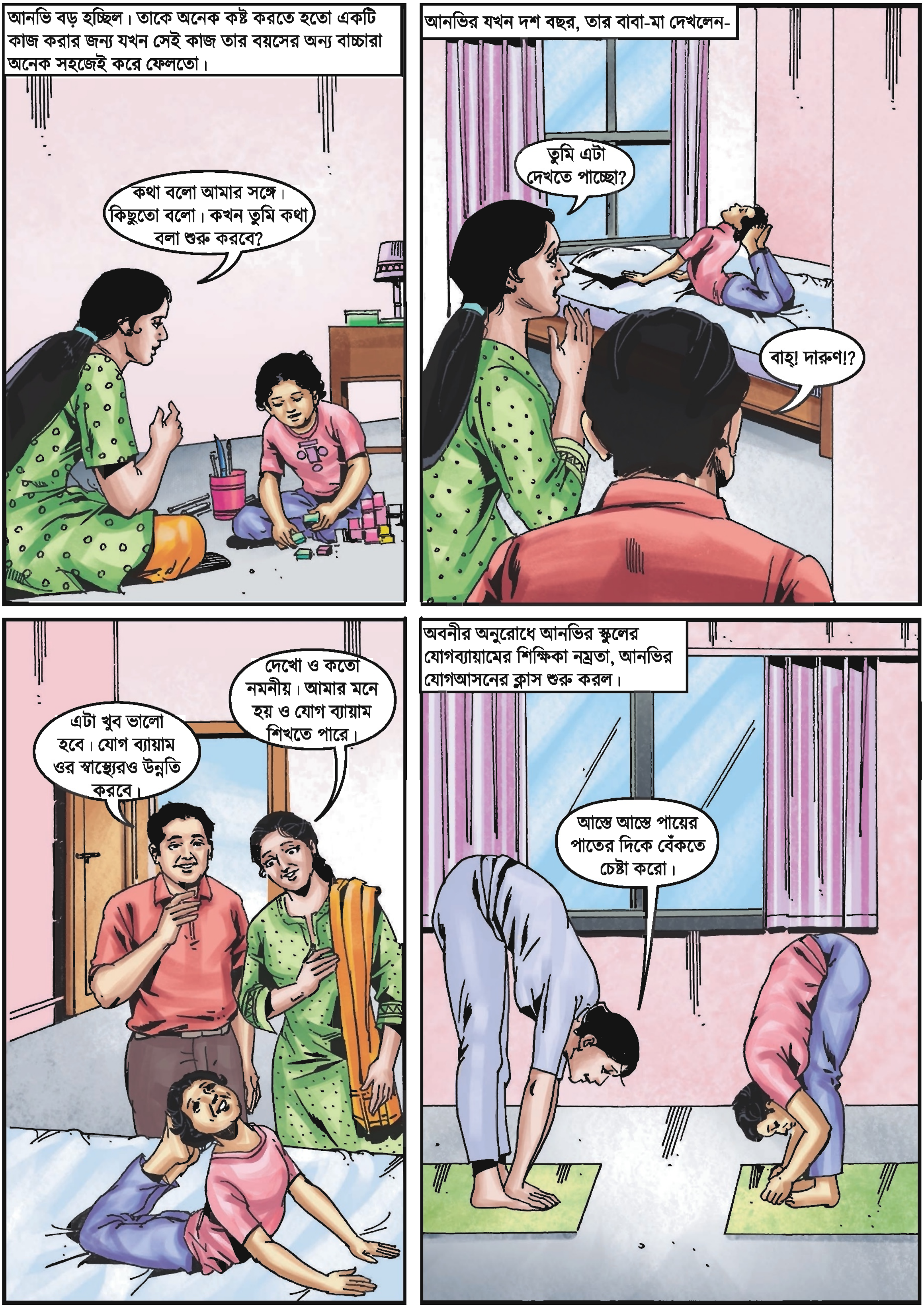
আনভি বড় হচ্ছিল। তাকে অনেক কষ্ট করতে হতো একটি কাজ করার জন্য যখন সেই কাজ তার বয়সের অন্য বাচ্চারা অনেক সহজেই করে ফেলতো।
কথা বলো আমার সঙ্গে। কিছুতো বলো। কখন তুমি কথা বলা শুরু করবে?
আনভির যখন দশ বছর, তার বাবা-মা দেখলেন-
তুমি এটা দেখতে পাচ্ছো?
বাহ্! দারুণ!?
দেখো ও কতো নমনীয়। আমার মনে হয় ও যোগ ব্যায়াম শিখতে পারে।
এটা খুব ভালো হবে। যোগ ব্যায়াম ওর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করবে।
অবনীর অনুরোধে আনভির স্কুলের যোগব্যায়ামের শিক্ষিকা নম্রতা, আনভির যোগআসনের ক্লাস শুরু করল।
আস্তে আস্তে পায়ের পাতের দিকে বেঁকতে চেষ্টা করো।

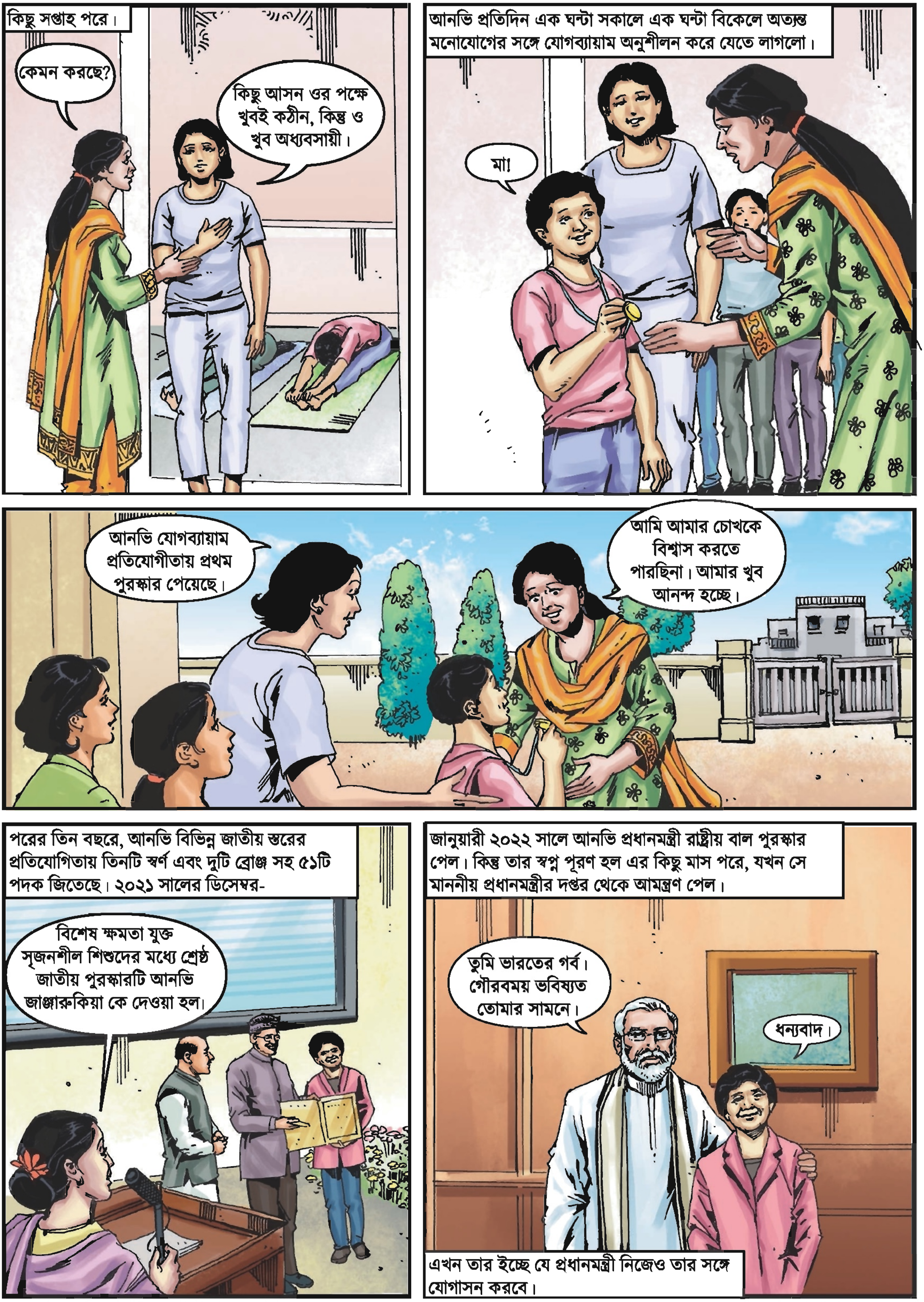

বাংলা অনুবাদঃ সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

मन की बात 100

MANN KI BAAT 100

মন কি বাত

(মনের কথা) পর্ব ১

৩ অক্টোবর ২০১৪ সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার রেডিও অনুষ্ঠান মনের কথা (মন কি বাত) প্রতি মাসের জন্য শুরু করেছিলেন। তখন তিনি এমন একটি মাধ্যমের কথা ভেবেছিলেন যেখানে তিনি জনসাধরণেকে তার মন ছুঁয়ে যাওয়া কিছু ঘটনার কথা বলতে পারবেন।

২০২৩ এর এপ্রিল মাসে তিনি এই অনুষ্ঠানের ১০০ পর্ব সম্পন্ন করেছেন। এই পর্ব গুলির মাধ্যমে তিনি কিছু সাধারণ মানুষ এবং সংগঠনের অনুপ্রেরণা মূলক কাজের কথা বলেছেন। তারা জীবনের সব রকম বাধা অতিক্রম করে ভারতের জন্য কাজ করেছেন। তারা নিজেদের আবেগ, ভালোবাসা, উৎসাহ, উদ্দিপনায় উদ্দীপিত করে অনেক মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তাদের সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছিয়েছেন।

মনের কথা (মন কি বাত) -এর থেকে নির্বাচিত গল্প গুলি নিয়ে, অমর চিত্র কথা এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উপস্থাপনায় প্রকাশিত হোল বারোটি কমিক্স সিরিজের, প্রথম পর্ব।

₹90

ISBN 978-81-19242-23-8